

‘কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন করা হচ্ছে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে হলফনামা জমা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি থাকলে মামলার সঙ্গে যুক্ত পক্ষরা হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাবেন। বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং পি কে মিশ্রার বেসেধে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির শুরুতে রাজা সরকারের আইনজীবী কপিল সিবল জানান, রাজা সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ বাবদ ৬০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার কমিটি যে সুপারিশ করেছেন, সেই মোতাবেক রাজা সরকার কাজ করছেন বলে সিবল এদিন জানান। রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, যে কর্মচারীদের রেকর্ড রয়েছে, তাঁদের ইতিমধ্যেই টাকা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য হয় হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকিদের যখনই পরবর্তী গাইডলাইন আসবে, সেই মোতাবেক বকেয়া ডিএ টাকা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, “সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশের মান্যতা দিচ্ছে রাজা সরকার।” আবেদনকারীদের তরফে অভিযোগ করা হয় প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বধীন কমিটির কাছে তাঁরা তাদের বক্তব্য জানাতে পারেনি। ইন্দু মালহোত্রার কমিটির রিপোর্ট তাঁদের জানানো হয়নি। এই কারণেই তাঁরা আপীলত অবমাননার আবেদন জমা দিলেন বলে জানান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আদালতে বলেন, “কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন করা হচ্ছে।” প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বধীন কমিটির রিপোর্ট তারা হাতে পাচ্ছেন না। বিচারপতি সঞ্জয় করোল বলেন, “ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া তো শুরু হয়েছে।”এর পরেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্যের জন্য দেওয়ার রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। এই বিষয়ে রাজা সরকার কর্মচারীদের আবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। মামলার প্রেক্ষাপট সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল। তবে সেই সময়সীমা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন জানায় রাজা। রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক স্তরে বিন্যাসের জন্য এই অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, বকেয়া অর্থের ২৫ শতাংশ মেটানোর পর বাকি টাকা কত কিস্তিতে দেওয়া হবে, তা একটি বিশেষ কমিটি স্থির করবে। কিন্তু নির্ধারিত ৩১ মার্চের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় রাজা সরকার আর্জি জানায় আদালতে। রাজ্যের স্টেটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৬ মে হবে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রথম দফায় রাজ্যে ২৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুরন্ত বার্তা, ১৫ এপ্রিলঃ ১৫ এপ্রিলঃ আবধ ও স্টুর্ট নির্বাচন করতে সরকারক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বাংলায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেই জানিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এবার প্রথম দফার নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আটোসাটো করতে ২৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের কথা জানান কমিশন। কোথায় কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, কমিশন সেই হিসেবও দিয়েছে। জেনে নিন, প্রথম দফার ভোটে কোন জেলায় কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফাতেই উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলিতে ভোটগ্রহণ হবে। অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহের সব আসনে ভোট হবে প্রথম দফাতে। এছাড়া মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্বজিল্ল্যা, বাকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হবে। কমিশনের হিসাবে প্রথম দফায় মোট ২৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে।

দুরন্ত বার্তা

সূচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

‘লাটসাহেব আমাকে গালি দিয়েছেন’

রাজ্যপাল পরিবর্তনের ডাক দিতেই নাম না করে খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিলঃ ভোটের আগে তৃণমূলের সব নেতার গাড়িতে তল্লাশি নিয়ে এবার বিজেপিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, দমদম বিমানবন্দরে তাঁর গাড়ি চেকিংয়েও চেষ্টা করা হয়েছে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ তাঁর। ইসলামপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে বুধবার মমতার অভিযোগ, “কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর টাকা নিয়ে আসছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে কী কী আসে, আমি জানি। তৃণমূলের সব নেতার গাড়িতে তল্লাশি হলে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কেন হবে না? আজ দমদম বিমানবন্দরে আমার গাড়ির কাছেও এসেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।” মমতার দাবি, “আমি বললাম, চেক করা চেক করো। আমি চাই চেক করো। তৃণমূলের সব নেতার গাড়িতে তল্লাশি হলে, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিআরপিএফের গাড়িতে তল্লাশি হবে না? বিজেপির গাড়ি কেন তল্লাশি হবে না? শুধু তৃণমূলের গাড়িতে কেন হবে? এটা কেন ভাবে নির্বাচন হচ্ছে?”

ভোটের আগে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বুধবার ইসলামপুরে বিস্ফোরক অভিযোগ করে মমতা

বলেন, “নির্দেশ দিয়ে বলছে তৃণমূলের সকলকে প্রেফতার করে। তৃণমূলের এক জন প্রেফতার হলে মনে রাখবেন, আপনাদের হাজার জন প্রেফতার হবে। বিজেপি কী



করছে, পুরো কেন্দ্রীয় সরকারকে এখানে নিয়ে আসছে। আমার লড়াই শুধু বিজেপির সঙ্গে নয়, আইনকানুন ছাড়া সব ক্ষমতার বিরুদ্ধে।” উল্লেখ্য এদিন লোকভবনের অনুষ্ঠানে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দীর্ঘ বার্তা দেন রাজ্যপাল আর এন রবি। তরুণ প্রজন্মের

উদ্দেশে তিনি বলেন, “ইতিবাচক হওয়ার প্রতিজ্ঞা করুন। পরিবর্তনের যোগ্য প্রজন্মের হওয়ায় উন্নততর হওয়ার পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা করতেই হবে।

করে মমতা বলেন, “বাংলার লাটসাহেব। সবচেয়ে বড় বাড়িতে যিনি থাকেন, আমি নাম নেব না, আজ বিবৃতি দিয়েছেন। আজ নববর্ষ, বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানান। আমাকে গালি দিয়েছেন। আগে তো অশান্তি হত না। এখন আপনাদের অধীনে আসার পর প্রতিদিন অশান্তি হচ্ছে। এটা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের হাতে এখন আইনশৃঙ্খলা নেই। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের কাছে রয়েছে।” প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি মমতার নিশানায় রাজ্যপাল আর এন রবি? বলে রাখা ভালো, বাংলা রাজা-রাজ্যপালের সংঘাতের সাক্ষী হয়েছে আগেই। জগদীপ ধনকড়ের সময় নবান্ন ও রাজ্যপালের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। এরপর সিডি আনন্দ বোসের সঙ্গেও সংঘাত হয়েছে যথেষ্ট। যদিও তাঁর ইন্তফার সময় বোসের পাশে দাঁড়িয়ে সরব হন খোদ মমতা। গত ১৩ মার্চ রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেন আর এন রবি। মাঝে গত ২১ মার্চ লোকভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে মমতার সাক্ষাতও হয়। তবে দু’জনের মধ্যে সংঘাত এখনও সেভাবে দেখা যায়নি।

মাসে ৩০০০ হাজার আর্থিক সহায়তা, বিজেপির নতুন প্রকল্প ‘মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড’

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ২৬-এর ভোটের জন্য তৈরি বিজেপির ইস্তাহারে লেখা ছিল ‘নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত’ পরিবারের কথা। তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধন্দ-তবে কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো বাংলার সব মহিলারা ভাতার আওতায় আসবেন না? বুধবার সেই ঘোঁষাশা পুরোপুরি কাটিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, “কোনও ভেদোভেদ নেই, বাংলার সব মহিলারাই মাসিক ৩,০০০ টাকা করে পারেন। এটাই বিজেপির সংকল্প।” বুধবার দুপুরে শুভেন্দু অধিকারী এবং রূপা গঙ্গুলিকে পাশে নিয়ে বিজেপির বিশেষ ‘মাতৃশক্তি ভরসা’ কার্ড উন্মোচন করেন স্মৃতি ইরানি। এদিন প্রতিটি হিসেবে পাঁচ জন মহিলার হাতে এই ‘ভরসা কার্ড’ তুলেও দেওয়া হয়। স্মৃতি ইরানি এই আশ্বাসের পর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, তৃণমূলের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-কে টেকা

দিতে এবার টাকার অঙ্ক বাড়ানোর ওপরই সবথেকে বেশি বাজি ধরছে পদ্ম শিবির। বিজেপির পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই কার্ডটি হবে সেই ভাতার নিশ্চয়তা। এদিন দুর্গাপুর পূর্বে বিজেপি মহিলা



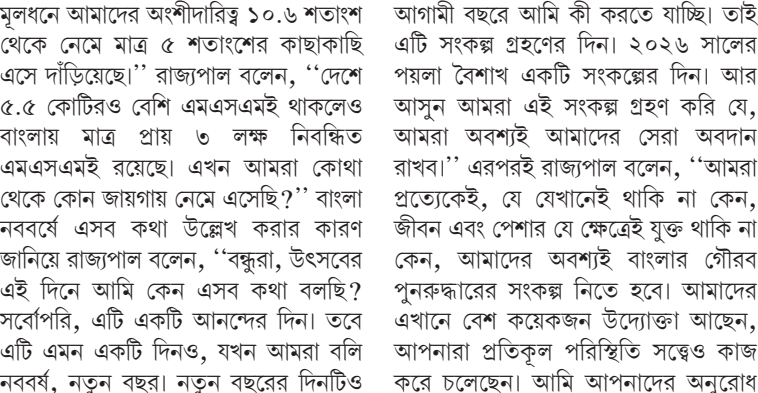
মোচার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কার্ডের ফর্ম ফিলিপ করা শুরু হয়েছে। মহিলাদের নাম, ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে ফর্ম পূরণ করে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এই ‘ভরসা কার্ড’। বিজেপির দাবি, ৫ মে সরকার গড়ার পর মাসের

১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যেই সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে এই ৩,০০০ টাকা। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে ‘নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত’ শব্দের উল্লেখ থাকায় বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিজেপি কি তবে বিভাজন করতে চাইছে? কারণ তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা বর্তমানে প্রায় সব স্তরের মহিলাই পান। এই প্রশ্নের উত্তরেই এদিন স্মৃতি ইরানি বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মহিলাদের কেবল রাজনীতির বোরে হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার গড়লে কোনও বাছবিচার ছাড়াই বাংলার প্রত্যেক মহিলা এই ৩,০০০ টাকার অধিকারী হবেন।” গত শুক্রবার ইস্তাহার প্রকাশের সময় অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, বাংলায় মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেই পরিস্থিতি বদলাতেই ভাতার অঙ্ক এক ধাপায় অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবার বঙ্গবাসীকে বড় বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ভোটের আবহে বঙ্গবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজেপিকে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার কি বাংলায় পরিবর্তনের পক্ষে সংগ্রাম করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি? বুধবার লোকভবনে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের বার্তা ঘিরেই এই প্রশ্ন উঠেছে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, বাংলার গৌরব পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিতে হবে। রাজ্যপাল কেন এই মন্তব্য করলেন, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। আরএন রবিকে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না তৃণমূল। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এদিন সকালে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে সন্তীর্ণ পূজো দেন রাজ্যপাল। এরপর লোকভবনে নববর্ষ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, “আজ আমরা পয়লা বৈশাখ উদযাপন করছি। এটি একটি মহান উৎসব। এবং শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষই নন, বরং বাঙালির যেখানেই থাকুন না কেন এবং যাঁরা বাংলার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, এই উৎসব উদযাপন করছেন।” অসম-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে উৎসব হচ্ছে, তারও উল্লেখ করেন তিনি। নিজের বক্তব্য বাংলায় ‘অতীত গৌরবের’ কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, “স্বাধীনতার সময় এবং পরবর্তী দশকগুলিতে বাংলা ছিল আমাদের সমগ্র দেশের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। ১৯৬০-এর দশকে আমাদের জাতীয় জিডিপি-র ১০ শতাংশের বেশি অবদান ছিল বাংলা।” তিনি আরও বলেন, “১৯৮০ সাল

পর্যন্ত, আমাদের সমগ্র দেশে মাত্র চারটি রাজ্য ছিল, যাদের মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে বেশি ছিল। মাত্র চারটি রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত আজ, ১৯৮০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, এমন ১৫টি রাজ্য রয়েছে যেখানে মানুষের মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। জাতীয়



মূলধনে আমাদের অংশীদারিত্ব ১০.৬ শতাংশ থেকে নেমে মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।” রাজ্যপাল বলেন, “দেশে ৫.৫ কোটিরও বেশি এমএসএমই থাকলেও বাংলার মাত্র প্রায় ৬ লক্ষ নিবন্ধিত এমএসএমই রয়েছে। এখন আমরা কোথা থেকে কোন জায়গায় নেমে এসেছি?” বাংলা নববর্ষে এসব কথা উল্লেখ করার কারণ জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, “বন্ধুরা, উৎসবের এই দিনে আমি কেন এসব কথা বলছি? সর্বোপরি, এটি একটি আনন্দের দিন। তবে এটি এমন একটি দিনও, যখন আমরা বলি নববর্ষ, নতুন বছর। নতুন বছরের দিনটিও

একটি সংকল্পের দিন। যখন নতুন সূচনা হয়, যখন এটি শুরু হয়, তখন আমরা সবাই, যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা কোথায় আছি তার হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করি। তারপর আমরা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করি, আগামী বছরটি কেমন হতে চলেছে এবং

করিছি, আমি বিশেষ করে বাংলার আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, ইতিবাচক হওয়ার সংকল্প নিন, পরিবর্তনের অংশ হওয়ার সংকল্প নিন। বাংলার গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য এই ইতিবাচক পরিবর্তন স্বর্ণ থেকে নেমে আসবে না। এটি আমাদের থেকেই, আমাদের প্রত্যেকের ভেতর থেকেই আসতে হবে।” সবাইকে আহ্বান জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, “আসুন আমরা এই শপথ নিই যে, যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বাংলা পিছিয়ে থাকতে পারে না। বাংলাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ সমান অংশীদার হতে হবে এবং সম্ভবত নেতৃত্ব দিতে হবে। এই যাত্রায় বাংলা পিছিয়ে থাকতে পারে না। বাংলাকে এগিয়ে উঠতে হবে, তার শক্তির ঐতিহ্য ফিরে পেতে হবে, সর্বোপরি এটি মা দুর্গার ভূমি। এর আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যে আমরা এটি পুনরুদ্ধার করব। আর আমার কোনও সন্দেহ নেই যে বাংলা তার গৌরব ফিরে পাবে এবং বিশ্বের নেতা হওয়ার দিকে ভারতের যাত্রায় একটি শীর্ষস্থানীয় অংশীদার এবং পথপ্রদর্শক আলো হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।” রাজ্যপালের পরিবর্তনের অংশ হওয়ার আহ্বান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মুজুমদার বলেন, “এই রাজ্যপাল বাংলার সম্পর্কে কিছু জানেন না। আগের রাজ্যপালও কিছু জানতেন না। এই হিন্দিভাষীদের হাত ধরে বাংলা বদলাবে? বাংলার সিনেমা, থিয়েটার দেখুন। বাংলার কবিতা, সাহিত্য জানুন। এই রাজ্যপাল যেখান থেকে আসছেন, সেখানকার একজন কবি, সাহিত্যিকের নাম বলতে পারবেন।”

বালি থানার আইসি-কে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি, ১৫ এপ্রিলঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের ঠিক আট দিন বাকি। তার আগে ধুমুমার কাণ্ড হাওড়ার বালিতে। বুধবার বালির বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং-এর সমর্থনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর রোড শো-কে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা। স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানকে কেন্দ্র করে বাসা গড়ায় ধণ্ডাধন্ডিতো। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, নিরাপত্তারক্ষীদের বেটিনী ভেঙে বিক্ষোভকারীদের দিকে মেজাজ হারিয়ে তেড়ে যেতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। এই ঘটনার জেরে বালি থানার আইসি-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বুধবার বিকেলে বালির লালবাবা কলেজ থেকে নিমন্তলা পর্যন্ত রোড শো করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছিলেন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মিছিল যখন বালির গোঙ্গামীপাড়ার কাছে পৌঁছায়, তখনই রাস্তার ধারে থাকা একদল যুবক শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। পাল্টা বিজেপির ক্বী-সমর্থকরা ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিতে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ক্রমাগত স্লোগান উঠতে থাকায় এক সময় ধৈর্য হারান শুভেন্দু অধিকারী। গাড়ি থেকে নেমে তিনি সরাসরি বিক্ষোভকারীদের দিকে ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে কোনওরকমে আটকে গাড়িতে তোলেন। এর মধ্যেই বিজেপির ক্বী ও স্থানীয় যুবকদের মাঝে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনার জন্য সরাসরি বালি থানার আইসি-র বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই অশান্তি পাকিয়েছে। ফ্লাভ উগরে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, “বালি থানার আইসি-র জন্যই আজ এই বিশৃঙ্খলা। আমরা তাঁর সাসপেন্ড করার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে।” বিজেপির দাবি, শান্ত এলাকাকে অশান্ত করতে বাইরে থেকে লোক এনে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ বিজেপিকে পছন্দ করছে না বলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।

‘মমতাদি চান না পাহাড়ের সমস্যার সমাধান হোক’

দার্জিলিং থেকে ‘গোখাঁ’দের বড় প্রতিশ্রুতি শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৫ এপ্রিলঃ ছাব্বিশই পাখির চোখ। নজরে পাহাড়। তাই পয়লা বৈশাখ পাহাড়বাসীদের সঙ্গে কাটানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার উত্তরবঙ্গেই একগুচ্ছ সভার কর্মসূচি ছিল তাঁর। কিন্তু দিনের শুরুতেই খারাপ আবহাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারে দার্জিলিংয়ে পৌঁছাতে পারলেন না তিনি। শেষে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই দার্জিলিংয়ের গোখাঁদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন শাহ। তাঁর আশ্বাস,



“বিজেপি ক্ষমতায় এলে গোখাঁদের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত রূপে হবে।” একইসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, “মমতাদি চান না পাহাড়ের সমস্যার সমাধান হোক। গোখাঁদের সমস্যার সমাধান হোক।” বুধবার দার্জিলিং এবং কাশিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত সভায় ভার্চুয়াল বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন শাহ। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার কারণে তিনি গোখাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী

মেলেনি। তাঁর অভিযোগ, “আম বিশেষ হয়ে রাজ্যে একজন প্রতিনিধি পাঠাই। কিন্তু তাঁকেও সরকার সময় দেয়নি।” এখানেই শেষ নয়, শাহের অভিযোগ, “মমতা চান না, দার্জিলিংয়ে থাকা দেশভক্ত গোখাঁরা ন্যায়, অধিকার পান। আপনারা চিন্তা করবেন না। ৫ মে বিজেপি সরকার গড়ার পর তার প্রথম কাজ হবে গোখাঁদের সমস্যার সমাধান।” এর সঙ্গেই গোখাঁদের বিরুদ্ধে থাকা বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন শাহ। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার কারণে তিনি গোখাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য শুক্র হবে কাজ।

‘ভোটের পর ওদের দিয়ে মাছ-মাংস বিক্রি করা’



নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর, ১৫ এপ্রিলঃ বিজেপির বিরুদ্ধে বারবার মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধের চেষ্টা করছে বলেই অভিযোগ। কোনও রাজনৈতিক দল কারও খাদ্যাভ্যাস বেঁধে দিতে পারে না বলেই দাবি শাসক শিবির তৃণমূলের। দু’পক্ষের এই টানাপোড়েনের মাঝে ভেটিমুখী বাংলায় মাছ-মাংসই যেন বড় ইস্যু। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুরের পৈলানে দৌলতপুর যুগ সংঘের মাঠে দাঁড়িয়ে ‘মেছো রাজনীতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৪ মে-র পর বিজেপিকে নিয়ে মাছ বিক্রি কানোনার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। অভিযেক বলেন, “শপথ নিছি, তোমরা তো বাংলায় মাছ বন্ধ করে দেবে বলেছিলে, ভোটের পর তোমাদের দিয়ে মাছও ধরাব, আবার দোকানে বসিয়ে মাছ-মাংস দুটোই বিক্রি করান।” তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা থেকে অভিযেক স্পষ্টই ঘোষণা করেন, “তৃণমূলের জয় অনিবার্য। কারোর ক্ষমতা নেই তৃণমূলকে আটকাতে। বিজেপি তো কোন ছার।” কটাক্ষের সুরে অভিযেক বলেন, “বাংলাকে এটি পুনরুদ্ধার করব। আর আমার কোনও সন্দেহ নেই যে বাংলা তার গৌরব ফিরে পাবে এবং বিশ্বের নেতা হওয়ার দিকে ভারতের যাত্রায় একটি শীর্ষস্থানীয় অংশীদার এবং পথপ্রদর্শক আলো হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।” রাজ্যপালের পরিবর্তনের অংশ হওয়ার আহ্বান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মুজুমদার বলেন, “এই রাজ্যপাল বাংলার সম্পর্কে কিছু জানেন না। আগের রাজ্যপালও কিছু জানতেন না। এই হিন্দিভাষীদের হাত ধরে বাংলা বদলাবে? বাংলার সিনেমা, থিয়েটার দেখুন। বাংলার কবিতা, সাহিত্য জানুন। এই রাজ্যপাল যেখান থেকে আসছেন, সেখানকার একজন কবি, সাহিত্যিকের নাম বলতে পারবেন।”

বাড়িতে ঢুকে থাকবে। গুজরাটের গুডা এসে বাঙালিকে চমকাচ্ছে। অমিত বলছি, অমিত শাহ, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে ৪ তারিখ বাংলায় থাকবেন, বিকেলে দেখা হবে। আর বেলা বায়েটার পর আপনার মুখটা সেদিন আমি দেখতে চাই।” বিজেপিকে কটাক্ষের সুরে অভিযেক বলেন, “বিষ্ণুপুর বিধানসভায় বিজেপিকে তিনবার প্রার্থী ঘোষণা করতে হয়েছে। মানে মাঠে নামার আগেই খেয়ে গেছে দশ গোলা।”বিজেপির বিরুদ্ধে আরও একবার ধর্মীয় মেলেরূপের অভিযোগ তোলেন অভিযেক। বলেন, “আমরা ধর্মের নামে রাজনীতি করি না। রাজনীতি করি কর্মের নামে। মনুষ্যকে বিশ্বাস করি আমরা। মানুষের ভোটে নির্বাচিত হলে, তই মানব ধর্মই আমাদের ধর্ম। বিজেপি নিদান দিচ্ছে বাংলায় কে কি থাকে, কে কি পরবে? গায়ের জোরে বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে। ভোটপাখি, পরিযায়ী নেতা হয়ে ভোটের সময় আসবে আর বিপদের সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না, ৪ মে বাঙালি বুঝিয়ে দেবে।” জনসভার মঞ্চ থেকে এসআইআরের ফলে নাম বাতিল হওয়া ভোটারদের অস্বাভাব্য দৈন্য অভিযেকা বলেন, “চিন্তিত বা আতঙ্কিত হবেন না কেউ। যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠনের পর এক মাসের মধ্যে সকলের নাম তালিকায় উঠবে।” এদিন জনসভায় অভিযেক বিষ্ণুপুর বিধানসভায় উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন। বলেন, “কেবল বিষ্ণুপুর এই ২২-২৩ হাজার পাকা বাড়ি, ২৫ হাজার যুবক-যুবতী যুবসাহী, ১ লক্ষ ১২ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেয়েছেন। বিধানসভার ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে গত তিন বছরে ১১৬ কোটি টাকার গ্রামীণ বাড়ি, ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে খাল সংস্কার হয়েছে। ১২ টাকার মোট ৬ হাজার ২০০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে বিষ্ণুপুরে। ২০২১ এর ভোটে তৃণমূল ৫৮ হাজার ভোটে বিষ্ণুপুর থেকে জেতে। ‘২৪ এর লোকসভা ভোটে বিষ্ণুপুর বিধানসভা থেকে তৃণমূল ৭১ হাজারের বেশি ভোটে লিড পেয়েছিল। এবার বিধানসভা ভোটে ‘২৪ এর লোকসভা ভোটের সেই লিডকেও টপকে গিয়ে জয়ের ব্যবধান বাড়তে হবে। গত লোকসভা ভোটে বিষ্ণুপুরের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনোটিতেই তৃণমূল পরাজয় হয়নি। এবারও সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।”

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

হুগলিতে বিলুপ্তি প্রায় গ্রাম বাংলার গাজন, গাজনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ভক্তি এই উপলক্ষে তারেকশ্বরে গাজন মেলা

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৫ এপ্রিল : বাংলার খ্যতচক্রৈ চৈত্র মাসে মাঠ-ঘাট ফাটা রৌদ্রের আর দুপুরের তপ্ত বাতাসের মাঝেও যখন গ্রামবাংলার আকাশে-বাতাসে ঢাকের কাঠি বেজে ওঠে- ‘ গুড় গুর’- তখন আমরা বুঝি, দরজায় কড়া নাড়ছে শিবের গাজন। চৈত্র মাস জুড়ে চলা এই উৎসব কেবল এক লৌকিক অনুষ্ঠান নয়, এটি হলো সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের ঘরের দেবতার ‘ এক আত্মিক টান। গাজন মূলত ত্যাগের উৎসব। শিবের চরণে নিজেদের সঁপে দিয়ে একদল মানুষ মাসা মাস জুড়েই কঠিন কৃচ্ছসাধন করেন। এই সম্মাসীদের জন্য একটি পনম পবিত্র অনুষঙ্গ হলো ‘বেতের ছাঁি। সম্মাস নেওয়ার পর থেকেই এই বেতের ছাঁ তাঁদের শরীরের এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাস বলে, এই পবিত্র বেতের ছড়ি ধারণ করে যদি কোনো ভক্ত সমগ্র চৈত্র মাস কাটিয়ে দেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁর স্থান হয় পুণ্যায় শিবলোকে। উৎসবের শুরুতে একটি বিশেষ কাঠের পাটার ওপর মহাশয়ের শায়িত রূপ খোদাই করে তাকে গঙ্গামল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। এই পবিত্র ‘পাটাম্নান’ দিয়েই শুরু হয় মূল উসবা। চৈত্র-বৈশাখের এই প্রচণ্ড দাবদাহে জগপিতার অঙ্গ শীতল করার জন্যই এই



মাচা (কোথাও কোথাও স্থায়ী যায়গা আছে) থেকে সম্মাসীরা নিচে পেতে রাখা ধারালো বঁটি, কাটা বা আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কয়েক তলা সমান উঁচু থেকে অবলীলায় এই মরণঝাঁপ দেওয়া দেখে দর্শকের বুক কাঁপলেও, সম্মাসীদের মুখে থাকে অটল হাসি আর ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনি। ভক্তি যখন চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন শরীরের মায়া তুচ্ছ হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস

করেন, ওপর থেকে পারার সময় কোনো এক অদৃশ্য হাত বা পরশ তাঁদের আগলে রাখে, তাই অসাধ্য সাধন করেও ভক্তের অঙ্গ অচি লাগে না। চৈত্র



সংক্রান্তির দিন এই উসব পৌঁছায়। তার চূড়ান্ত পর্বে, যার নাম ‘চড়ক পূজা’। গ্রামের কোনো ফাঁকা জায়গায় একটি উঁচু চড়ক গাছ বা কাঠের খুঁটি পোঁতা হয়। সেই খুঁটির মাথায় ঘুরন্ত অবস্থায় সম্মাসীরা অনেক সময় বড় বড় লোহার বড়শি পিঠে গাঁয়ে শূন্যে পাক খান। আপাতদৃষ্টিতে যা ভয়ংকর মনে হয়, শিবভক্তের কাছে তা মোটেও ভয়ের নয়। যেমন ছোটবেলায় কেউ সাইকেল

শেখানোর সময় হাতটা ছোঁে দিলেও আড়াল থেকে নজর রাখেন যাতে আমরা পড়ে না যাই, মহাদেবও ঠিক তেমনিই এক অদৃশ্য ভরসা। চড়ক পূজোর সেই স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নেন। আমাদের এই জীবনচক্রটাও যেন সেই চড়কের চাকার মতোই অবিরাম ঘুরে চলে- বিশ্বাস আর মাটির টানের এক চিরন্তন আশ্রয়ে। চড়কের ঠিক আগের দিনটি হলো নীল যষ্টী। ঢাকের শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে মায়েরা উপাস থেকে শিবের মাথায় জল ঢালেন। সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে মায়েরা যখন নীল বাতি জ্বালান, তখন মনে হয়-ভক্তি আর বাসল্য মিলেমিশে গাজন যেন এক পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। গাজন মেলা উপলক্ষে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়, তারেকশুরে। সকাল থেকেই জল যাত্রীদের ভিড়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে শৈব তীর্থ তারেকশুর। তারেকশুরে শুভ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গাজন মেলা বা সম্মাস মেলা একমাস ব্যাপী চলে। রাজ্যের বহু জেলা থেকে এই স্থানে ভক্তরা আসেন বাবার মন্দিরে। চৈত্রের শুরুতেই ভক্তরা প্রথমে মন্দিরে আসেন তারপর দুধ পুকুরে স্নান করে মস্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে উত্তরীয় নিয়ে সংসার ত্যাগ করে সম্মারত পালনে নিয়োজিত হয়, তারপর আগামী এক মাস যাবত তারা প্রতিদিন সকালে মন্দিরে বাবার ভোগের পর ফল এবং রাত্রে সম্মাস ব্রত পালনে নিয়োজিত থেকে জীবন যাপন করেন।

মোল্লা মোক্তার নির্দল হিসেবে এ.জে. ইউ. পি দলের প্রার্থী

মলয় সুর, হুগলি, ১৫ এপ্রিলঃ ইচ্ছে ছিল ভোটে দাঁড়াবেন, সেই শখ পূরণ করতে ভোটেরি দাড়িয়ে গেলেন মোল্লা মোক্তার (শেখ ফেলু)। তৃণমুলের জোড়া ফুল নয় তার প্রতীক বাঁশ। মূর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবিরের দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টি তে যোগ দেন। তিনি অবশ্য শেওড়াকুলির আকবর আলী খন্দারের সঙ্গে তৃণমুলের জমা লগ্ন থেকেই ছিলেন। তিনি জানান শেওড়াকুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হকার্স ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলাম। সেই থেকেই তিল তিল করে দলটার জন্য জীবন বাজি রেখে করে এসেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রখ্যত সাংসদ আকবর আলী খন্দকার তার রাজনৈতিক গুরু সে কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেন। তৎকালীন রময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকবরের থেকে তিনি সাহায্য ও পেয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি জানানেন ২২ বছর বয়সে তৃণমূল কংগ্রেসের বান্ডা ধরে মিটিং মিছিলে যাতায়াত করতেন। ১৯৮১- ৮২ সাল থেকেই শেওড়াকুলির স্টেশনে একটি চায়ের দোকান ছিল, সেটাই একমাত্র রুটি রুজির উৎস ছিল। কিন্তু একসময় গদ্দার তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই তার দোকানটা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। সে থেকেই দলটার প্রতি বিতৃষ্ণা,ক্ষোভ, অভিমান জন্মেছে যা কোনো অংশেই ক্ষমার অযোগ্য নয়। সেই ১৯৮৭ সাল থেকে হকার্স ইউনিয়ন করছেন। রাম জ্ঞানায় ঘাত-প্রতিদেহে মধ্যে বুক চিড়িয়ে লড়াই করছেন। তবে এবার এই বিধানসভায় ভোটের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা বলে মনে হয়েছে। মূর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের নতুন রাজনৈতিক দল এ.জে.ইউ. পি বা আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে তিনি যুক্ত হয়ে চাঁপদানি বিধানসভার কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন। যদিও চাঁপদানি অঞ্চলটা মিনি ভাঙলও,এখানে হিন্দু মুসলমান বিহারী উড়িয়া বিভিন্ন জাতির বসবাস। এখানে বেশ কয়েকটা জুট মিল রয়েছে, বেশিরভাগ মিলগুলো ধ্বংসে। তিনি আরো বলেন, মন বলছে আমি ভাইকে ভোট পাবা। চাঁপদানি অঞ্চলের শেখ ফেলু ক সবকলেই এক ডাকে ঢেোন। তাদের প্রতি বাঁশিতে হু দিয়ে। খেলা শুরু হল। মুখামন্ত্রী সংখ্যালঘু ধর্মের লোকদের বোকা বানিয়ে ধর্মের সুড়ঙ্গি দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও সাফল্য লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে ভূতউল্লা বিধানসভা কেন্দ্রের এই দলের প্রার্থী আবুল হাসান বলেন, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস উশংখল দলে পরিণত হয়েছে। যাদের যোগ্যতা আছে তারা চাকরি পায়নি। দুর্নীতিপ্রপ্ত দলটাকে পরাজিত করতে চাই। এদিন উপস্থিত ছিলেন জাদ্দিপাড়া বিধানসভার প্রার্থী এটিএম মৃদুবার হোসেন খানাকুলের শেখ মুজিবর রহমান।

নতুন বছরের সূচনায় বার পূজো

সৌরত দাশ,টাকী,১৫ এপ্রিল : নববর্ষের সকাল মানেই ময়দানি রেওয়াজ হল বার-পূজো। কলকাতা ময়দান থেকে জেলার মাঠ- বার পূজোর প্রচলন রয়েছে সব জায়গাতেই । কোথাও আগের থেকে জাঁক কমেছে, আবার কোথাও রয়েছে নিয়মরক্ষায় ঘট পূজোটুকুই । তবে পয়লা বৈশাখের সকালে টাকী এরিয়ান ক্লাবে রীতিমেনে জাঁকজমকপূর্ণ বার পূজোর আয়োজন করা হলো। বাঙালি তরুণের এই দলের প্রার্থী আবুল ক্যালেভান্ডারের প্রথম দিনে উসবে মেতে ওঠে, মেতে ওঠে ময়দানও ।বছরের প্রথম দিনে টাকী এরিয়ান ক্লাবের মাঠে বার পূজোয় উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কর্মকর্তা, খোলায়। সহ অন্যান্যরা। পূজো শেষে ছিলো লুচি মিষ্টির আয়োজনও।

সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশিকা নবান্ন ও কমিশনের, হিংসাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণে বিশেষ নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা , ১৫ এপ্রিল : আসন্ন নির্বাচনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসন। ভোট প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ ও নিরাপদ রাখতে নবান্নের তরফে জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের জন্য জারি করা হয়েছে নতুন একগুচ্ছ নির্দেশিকা। একই সঙ্গে ভোটকর্মীদের জন্যও কঠোর নিয়মাবলি কার্যকর করা হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বা হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিবের নির্দেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন কিংবা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় যেসব এলাকায় ভোটের আগে বা পরে কিংবা ভোটের দিন হিংসা, অশান্তি বা গোলমালের ঘটনা ঘটেছে, সেই

সমস্ত এলাকা এবং বুথগুলি চিহ্নিত করতে হবে। শুধুমাত্র চিহ্নিত করাই নয়, সেই এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের। এই পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক অধিকারিকদের সঙ্গে পুলিশ কতাদের যৌথভাবে এলাকায় তেতে হবে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই এই পরিদর্শন শেষ করতে হবে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী আগামী ১৬ তারিখ বিকেল পাঁচটার মধ্যে সেই রিপোর্ট নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু হিংসাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণই নয়, ভোট

প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মোবাইল



ফোনের পাশাপাশি স্যাটেলাইট এবং গ্যারারসেস যোগাযোগ ব্যবস্থাও সক্রিয় রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের মতে, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে ভোট পরিচালনায় কোনও বড় সমস্যা তৈরি হবে না। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের তরফেও

ভোটকর্মীদের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটকর্মীদের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং কোনও রাজনৈতিক দল বা

ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও প্রকার সাহায্য বা প্রভাব গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি কোনও ধরনের উপহার বা সুবিধা গ্রহণও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়া শুরুর আগে মক পোল বাধ্যতামূলক করা

হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোট শুরুর আগে ইভিএম এবং ভিডিপ্যাট মেশিন ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। কোনও ত্রুটি ধরা পালে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট চলাকালীন কোনও ধরনের অনিয়ম, গোলযোগ বা প্রযুক্তিগত

সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভোটকর্মীদের। প্রয়োজনে ইসিআইনেট অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে। কমিশনের দাবি, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ভোট প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করবে। রাজ্য প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের এই যৌথ উদ্যোগে ভোটকেন্দ্র করে সন্তোষ হিংসা রোধ এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলা। একই সঙ্গে ভোটকর্মীদের ভূমিকা নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল রাখার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আসন্ন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন ও কমিশন দুই পক্ষই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে। নির্দেশিকার এই কড়াকড়ি ভোট ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত ও স্বচ্ছ করার দিকেই হুঁচকিত পিছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

নিউটাউনের হাইরাইজে ‘স্মার্ট ভোট’-আবাসনের ভিতরেই বুথ, শাসকের প্রশ্নের মুখে কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল : আধুনিক নগর জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার ভোট ব্যবস্থাতেও এলো বা পরিবর্তন। কোটি টাকার আবাসনের বাসিন্দাদের আর ভোট দিতে বারি বাইরে যেতে হবে না-এই প্রথম নিউটাউন শহরের একাধিক বহুতল আবাসনের ভিতরেই গাে উঠেছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ‘ সিটি’ নিউটাউনের হাইরাইজ সংস্কৃতিতে যুক্ত হল ‘স্মার্ট ভোটিং’-এর নতুন অধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নিউটাউন শহরের বিভিন্ন অভিজাত আবাসনের ভিতরে মোট পাঁচটি নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন বুথগুলিতে মোট ভোটার সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। ফলে ভবিদ্যের সমস্যার অবসান ঘটবে ব্রত পালনে নিয়োজিত থেকে জীবন যাপন করবে।

হয়েছে ৬১৭ এবং ৬১৮ নম্বর পার্টের দুটি পৃথক ভোটকেন্দ্র। এই দুই কেন্দ্র মিলিয়ে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৬০০ জন। একই এলাকার ‘ আবাসনে গড়ে উঠেছে ৬১৯ নম্বর পার্টের বুথ, যেখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৫০। পাশাপাশি নিউটাউনের বৃহত্তম আবাসনগুলির মধ্যে অন্যতম ‘ তৈরি হয়েছে ৬২০ নম্বর পার্টের ভোটকেন্দ্র, যেখানে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৭৭। এই উদ্যোগে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন আবাসনের বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এতদিন ভোট দিতে গেলে তাঁদের যেতে হত পাশুবর্তী গ্রামাঞ্চলের বুথে-যেমন পাথরঘাটা বা জ্যাংা-হাতিঘাড়া এলাকার ভোটকেন্দ্র। সেখানে গিয়ে অনেক সময়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত। স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক চাপ, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং নিরাপত্তা নিয়ে একধরনের অস্বস্তি কাজ করত। ফলে ভোট দেওয়ার মতো গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করাও অনেকের কাছে হয়ে উঠত মানসিকভাবে চাপের।একজন আবাসিক বলেন, আমরা শহরের মানুষ, কিন্তু ভোট দিতে যেতে হত গ্রামে। সেখানে গিয়ে অনেক সময় অপ্রিয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার নিজের আবাসনের ভিতরেই ভোট দিতে পারব-এটা আমাদের জন্য বড় স্বস্তি। আরেকজনের কথায়, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক এবং মহিলাদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধাজনক। নিরাপত্তা নিয়েও আর কোনও দৃশ্টিভা থাকবে না। ভবেন নয়, বরং সবারির হুতল নিয়ে এই নতুন বুথ বিন্যাস নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্কও। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশনের

ভূমিকা নিয়ে। রাজ্যরহাট (টাউন) তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শেখ আলাউদ্দিনের অভিযোগ, এত কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে আলাদা ভোটকেন্দ্র তৈরি করা নজিরবিহীন। তার দাবি, সাধারণত বুথ ব্যায়াসের আগে সর্বদায় বৈঠক ডাকা হয় এবং স্থানীয় স্তরে আলোচনা করা হয়। কিন্তু এবার সেই নিয়ম মানা হয়নি। তার বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে না জানিয়ে বুথ তৈরি করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। একই সুরে রাজ্যরহাট নিউটাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রবিউল মল্লিক অভিযোগ করেন, পরিকল্পিতভাবে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে বেছে নিয়ে এই বুথগুলি তৈরি করা হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই বুথ বিন্যাস করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে দাবি, ভোটারদের সুবিধা এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে নিউটাউনের জনসংখ্যা এবং বসবাসের ধরণ বদলেছে, তাই সেই অনুযায়ী ভোট ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সব মিলিয়ে নিউটাউনের এই নতুন উদ্যোগ একদিকে যেমন আধুনিক নগর জীবনের প্রতিফলন, তেমনিই অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলে তৈরি করেছে নতুন বিতর্ক। তবে সাধারণ ভোটারদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি স্বস্তিদায়ক পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য শহরেও অনুসরণ করা হতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার ছায়া পয়লা বৈশাখে, মিষ্টির বাজারে আগুন ছোঁয়া দাম, নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা , ১৫ এপ্রিল : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উষব পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন পোশাক, হালখাতা আর মিষ্টিবরের আনন্দ। কিন্তু এ বছর সেই চিরচেনা আনন্ডে কিছুটা হলও ভাটা পাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব এসে পাচ্ছে শহরের মিষ্টির বাজারে। ফলে নববর্ষের মিষ্টি এবারে আগের মতো অতটা ‘ নাও লাগতে পারে সাধারণ মানুষের কাছে। শহরের নামী মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে জেলা ও মফস্বলের ছোট দোকান-বাব জয়গালেই একই ছবি। পয়লা বৈশাখের আগে থেকেই অধিকাংশ মিষ্টির দাম বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রতি বছরই হালখাতা উপলক্ষে নববর্ষের দু’এক দিন আগে মিষ্টির দাম কিছুটা বাড়ে এবং আকারেও

খানিকটা পরিবর্তন দেখা যায়। এর প্রধান কারণ থাকে চাহিদার চাপ। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, অনেক বেশি জটিল মিষ্টিবরের আনন্দ। কিন্তু এ বছর সেই চিরচেনা আনন্ডে কিছুটা হলও ভাটা পাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব এসে পাচ্ছে শহরের মিষ্টির বাজারে। ফলে নববর্ষের মিষ্টি এবারে আগের মতো অতটা ‘ নাও লাগতে পারে সাধারণ মানুষের কাছে। শহরের নামী মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে জেলা ও মফস্বলের ছোট দোকান-বাব জয়গালেই একই ছবি। পয়লা বৈশাখের আগে থেকেই অধিকাংশ মিষ্টির দাম বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রতি বছরই হালখাতা উপলক্ষে নববর্ষের দু’এক দিন আগে মিষ্টির দাম কিছুটা বাড়ে এবং আকারেও

নির্দিষ্ট দামে মিষ্টি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কাঁচামাল এবং জ্বালানির খরচ এতটাই বোছে যে লাভ তো দূরের কথা, খরচ তোলাই কঠিন হয়ে পড়ছে। দোকান মালিকদের একাংশ জানিয়েছেন, এপ্রিলের শুরুতে কিছুটা স্বস্তি মিললেও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্থিতিশীল নয়। সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা থাকায় এলপিসি গ্যাসের জোগান নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্যাকেজিং খরচের বৃদ্ধি। পলিমারের দাম বেড়ে যাওয়ায় প্যাকেট তৈরির খরচ প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে জানিয়েছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। মিষ্টিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক সংগঠনের সদস্য জানান, বিভিন্ন আইটেমের মিষ্টির দাম গড়ে ৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

তীর দাবদাহ উপেক্ষা করে পূর্বস্থলী দক্ষিণে প্রচারে ঝড় বিজেপি প্রাণীর প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী : তীর গরম আর অসহনীয় এলাকার বিভিন্ন অসুবিধার চিত্র। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও কীভাবে লড়াইয়ের গতি। বছরের প্রথম দিনেও সেই আগুনে আবহকে আরও উসকে দিয়ে জোরজবরদে প্রচারে নামলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। কর্মীদের উচ্ছাস ও উদ্দীপকমূলক সঙ্গে নিয়ে তিনি কার্যত প্রচারের ঝড় তুললেন। এদিন সকাল থেকেই প্রচারের ময়দানে নামেন তিনি। অন্তত ছয়টি এলাকায় হেঁটে হেঁটে জনসংযোগ করেন প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি।

হুগলিতে কর্মসূচি মাঝপথে ছেড়ে স্মৃতি ইরানির প্রস্থান, আপ্যায়ন নিয়ে ক্ষোভ,চর্চায় বিজেপির অন্তর্ধঃধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি , ১৫ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখের দিন নির্বাচনী প্রচারের উত্তাপ যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় হুগলিতে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়ে বিজেপির অ্যায়োজিত এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে মাঝপথেই অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন দলের শীর্ষ নেত্রী স্মৃতি ইরানি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা, বিশেষত বিজেপির অন্দরের সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বুধবার পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপি। সেখানে উপস্থিত থেকে অরপূর্ণা ভাণ্ডার কর্মসূচির সূচনা করার কথা ছিল স্মৃতি ইরানির। নির্ধারিত সময়েই তিনি সভাস্থলে পৌঁছেন। তবে অভিযোগ, সেখানে পৌঁছে তিনি দেবেন জেলা নেতৃত্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অনুপস্থিত। বিশেষ করে জেলা সভাপতির অনুপস্থিতি তাকে বিস্মিত করে। পাশাপাশি তাঁকে স্বাগত জানাতে কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার উপস্থিতি ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন স্মৃতি ইরানি। আয়োজনে

ঘাটতি এবং জেলা নেতৃত্বের উদাসীন আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এরপর আর সময় নষ্ট না করে তিনি কর্মসূচি মাঝপথেই ছেড়ে ফেলতে পারেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে বিজেপির স্থানীয় প্রার্থীর দাবি, স্মৃতি ইরানির পূর্বনির্ধারিত অন্য কর্মসূচি থাকায তাকে তড়িঘড়ি ফিরে যেতে হয়েছে। অন্তর্ধঃন্ধের অভিযোগ অধীকার করে বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের মুখে এই ঘটনা হুগলির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। এর প্রভাব আগামী দিনে কতটা পড়বে, তা নিয়ে এখন জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ বৈশাখ, ১৪৩৩

মৈরাং দিবস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৪ই এপ্রিল এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনটি ‘মৈরাং দিবস’ হিসেবে স্মরণ করা হয়, কারণ ১৯৪৪ সালের এই দিনেই মণিপুরের মৈরাংয়ের আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ভারতীয় ভূখণ্ডে স্বাধীনতার তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির নেতৃত্ব দেন কর্নেল শওকত মালিক। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে মৈরাংয়ের প্রবেশ করেন এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছিলেন স্থানীয় মণিপুরী দেশপ্রেমিকরা, বিশেষ করে মৈরেশ্বাম কেরণেং সিংয়ের মতো সাহসী ব্যক্তিত্বরা। মৈরাং শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক স্থান নয়, এটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতীক। সেই সময়ের নানা স্মারক, যুদ্ধের নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক আলোকচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে, যা সেই সংগ্রামের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক এবং আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান; নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর নেতৃত্বেই এক বিকল্প স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে উঠেছিল, যা ১৮ টি দেশ দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এর আগেই, ১৯৪৩ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর, তিনি আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা ক্লাবে স্বাধীন ভারতের তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যা ছিল স্বাধীনতার আকাশ্কার এক দৃঢ় প্রতীক। মৈরাং দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা কেবল একটি রাজনৈতিক অর্জন নয়, এটি অসংখ্য আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং অদম্য সাহসের ফল। আজকের দিনে আমরা যখন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গর্ব করি, তখন সেই বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের কর্তব্য। এই দিনটি আমাদের নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম, এক্যা এবং আত্মত্যাগের মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করে। মৈরাং দিবস তাই কেবল একটি স্মৃতিচারণ নয়, এটি আমাদের জাতীয় চেতনার এক অমলিন স্মারক। মৈরাং দিবস স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম পতাকা উত্তোলনের পবিত্র দিন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি ; আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্বদা তোমাদের পাশে থাকব। বর্তমানে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিজান এবং মৃত্যু ছাড়া আমার দেবার কিছু নাই। কিন্তু তোমরা যদি জীবনে ও মৃত্যুতে আমায় অনসরণ কর; আমি জানি তোমরা তা করবেই ; তবে আমি তোমাদের বিজয় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যাব। বীরবিক্রমে ঘোষণা করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ কথা নয়। সেই অসম্ভবকে সফল করে দেখিয়েছিলেন দেশনায়ক। কীভাবে? রইল তার ইতিহাস। সাল ১৯৪৪, দিনটা ১৪ই এপ্রিল। গ্রীষ্ম তখনও বিদায় নেয়নি। ভারতের মাটিতে নিজের রক্ত সিঞ্চিত করে পুঁতে দিয়েছে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। সে পতাকা তখন তার তীর ওজ্জ্বলো মধ্য গগনের আলোর ঝলকানিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে তার তরঙ্গায়িত গতিময়তায়। ভারতের ভূখণ্ডকে স্বাধীন করার বার্তা।

বাংলার সঙ

বাংলা বছরের শেষদিনে কলকাতার রাস্তা সেজে উঠত সঙদের নাচে গানো। কলকাতাতে সঙদের আবির্ভাব হয় বাবুকালাচারের সময় থেকে। নানারকম পোষাক ও রঙিন সাজে সেজে, গান, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টি করা হত হাস্যরস। মূলত গ্রামীণ লোকেরের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হলেও, সময়ের সাথে সাথে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের হাত ধরে এটি চলে আসে শহরাঞ্চলে। অন্যান্য পূজা-পার্বণে সঙ খোশা গেলেও, গাজন উপলক্ষে এদের সবথেকে বেশি দেখা মেত। প্রথমদিকে প্রান্তিক সমাজের সংস্কৃতি বলে, শব্দের সমাজ এটিকে নিষিদ্ধ চোখে দেখতো। পরে ফুর্তিভাজ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ সংস্কৃতি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই সময়ে কলকাতার এলাকা বা পাড়াগুলোয় বসতি গড়ে উঠেছিল একই জীবিকা বা একই জাতের মানুষের একত্রিত হওয়ার ভিত্তিতে। যেমন ডোমতলা, কুমোহটুলি, বেনিয়াটোলা, আহিরাটোলা, কাঁসারীপাড়া, জেলেপাড়া, লোহাপাট ইত্যাদি। উনবিংশ শতক থেকেই কোলকাতা ও হাওড়াতে এই পাড়াগুলো থেকে, অঞ্চলভিত্তিক সঙদের শোভাযাত্রা বেরোতে থাকে। কাঁসারীপাড়া অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি তারকনাথ প্রামাণিক, এবং হিন্দু পেট্রিট এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের পরিচালনায় বের হত কাঁসারীপাড়ার প্রসিদ্ধ সঙ যাত্রা, প্রতি বছর চৈত্র মাসে সংক্রান্তির দিন। পরবর্তীকালে অবশ্য আহিরাটোলা, খিদিরপুর, বেনিয়াপুকুর, তালতলা, জেলেপাড়া প্রভৃতি এলাকা থেকেও শুরু হয় সঙ বেরনো। হাওড়ার শিবপুর, খুর্কট, মেদিনীপুর, ঢাকা, হাওড়ার রাধাপুর, শ্রীরামপুর থেকেও বের হতে এই সঙ। নানান এই বিচিত্র সঙের ফিরিস্তি দিয়েছেন ছতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ। ছতোমের লেখা পড়লে মনে হয় সেকালের কলকাতার সংস্কৃতি মেনে সঙের রঙ উৎস-এ মেতে উঠেছে। রঙ্গময় এই বঙ্গদেশে উনিশ শতকে সঙের মিছিলে, এবং সঙের গানে রস পরিহাস ও কৌতুকে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরা ছিল মুখ্য কথা। সেই দিনে কোলকাতার গলি ও রাজপথের বাড়ির বারান্দায়, ছাদে ও জানালায় আলোবুদ্ধনবিতা সঙের শোভাযাত্রা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। কলকাতা হয়ে উঠত মিলন মেলার নামাস্তর। গৃহস্থঘরে অতিথির জন্য তৈরি হত শরবত। থাকত পান তামাকের ব্যবস্থা। দর্শকের জন্য পথের উপর সামিয়ানা টাঙানো হত। থাম বাংলায় এর রূপ সংক্রান্তি অন্য। অজিতকুমার গুহ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেন, ‘...চত্রেত্র অবক্রান্তি আসার কয়েকদিন আগে থেকেই আমাদের টেকিঘরটা মুখর হয়ে উঠতো। নববর্ষের প্রথম দিন ছেলেমেয়েদের হাতে নাড়ু-মোহা...’।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা সাদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

সাধক বামাক্ষ্যাপা



বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা কালী সেই শক্তি দিয়ে থাকেন। তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে

করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মাই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে. এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। সেই শক্তি দিয়ে শত্রুকে দিধন।

পরিগত ছিল। ভয়ে সেখানে কোনও লোকেরা যেত না। সাধক বামাক্ষ্যাপা সেখানে থাকতেন তন্ত্র সাধনা করতে। শব সাধনা করতেন। তিনি পরে তন্ত্র সাধনার পথকে ত্যাগ করে কালী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। মা কালীর পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। মানব শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে আপন অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ কলকাতার ‘জেলেপাড়ার সঙ’-এর ব্যঙ্গ কবিতা এবং সঙ্গীতে নজরদারি চালাতো

রবীন্দ্রকুমার শীল (মধ্যযুগে বাংলার সঙ প্রতিটি গ্রামীণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। কিন্তু সভ্যতা বড় বেশি এগিয়ে চলতে শুরু করতে ততই এই সব প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। কালের গতিতে এই সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার ফলে বাংলার ইতিহাস ক্রমশ মলিন হতে শুরু করে দিয়েছে। মধ্যযুগে বর্ধমান থেকে শুরু করে মালদা, মুর্শিদাবাদ,



দুই ২৪ পরগনাতো সঙ বের হতো। সেখানকার প্রতিবেশিরা নিজদের নানা সাজে সজ্জিত হয়ে সঙ বের করতো। সেই সব দিন আজ অতীত। কলকাতার জেলেপাড়া থেকে সঙ বের হতো। সেই সঙ বের হওয়ার সময়ে সুদূর জঙ্গিপুর থেকে এসে উপস্থিত হতেন দাদা ঠাকুর। তিনিও বহু গান রচনা করে দিয়েছিলেন জেলেপাড়ার সঙের জন্য। জেলে পাড়ার সঙকে আর্থিক এবং মানসিকতা দিয়ে সহযোগিতা করতেন গণেশ চন্দ্র চন্দ্র, নিমিল চন্দ্র চন্দ্র এবং ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র।

এছাড়াও রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন। জেলে পাড়ার সঙ এর ব্যাপারে উসোহী ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন কলকাতার মেম্বর। এছাড়াও সেই সময়ে বহুবাজারের বহু জমিদার বাড়ির সদস্যরা জলে পাড়ার সঙ-এ অংশ গ্রহণ করতো এবং অস্বাভাসাহায্য করতো। সঙ্গীত শিল্পী যদু ভট্টও জেলে পাড়ার সঙ দেখেছেন। বউবাজারের মল্লিক, বড়াল, শীল এবং দে পরিবারের সদস্যরাও উৎসাহ দিতেন। জেলেপাড়ার সঙ মূলক জেরোরা বের করতো। জেলেপাড়ায় কৈবর্ত্য সমিতি রয়েছে। তারাই জেলে পাড়ার সঙ বের করতো। ব্রিটিশ সরকার এই সঙকে বহুবার নিষিদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ব্যঙ্গ কবিতা এবং সঙ্গীতের সূত্র ধরেই ইংরেজ সরকার এই সঙকে বাঁচায় বের করতেন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রসরাজ অমৃতলাল বসুও জেলে পাড়ার সঙ এর জন্য কবিতা এবং

কলকাতার জেলেপাড়ার সঙরা বেশ বিখ্যাত ছিল। জেলেপাড়ার সঙদের নিয়ে ১৯২৭ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটির কিছু অংশ; ‘কথায় বলে হাসির মার বড় মার। হাসি মক্ষরা, রঙ্গ রসিকতা, ব্যঙ্গকৌতুক এ সব কিছু লোক হৃদয়ানোর একটা নিরীহ পন্থা নয়। বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই আপাত-নিরীহ হাস্যকৌতুক কোনও কোনও মানুষের কাছে একটা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালি নাগরিকদের কাছে হাসি ছিল এমন একটা ‘মার’ এর হাতিয়ার। ‘((Sociology of humour’ নিয়ে যারা পড়াশুনা করেছেন তাঁদের অনেকে বলেন ব্যঙ্গকৌতুক আমাদের মূলভূলের অস্ত্র। ক্ষমতাবান শত্রুকে কঠোর মারপাঁচে বশীভূত করা, চরাপাশের পরিবেশে অস্বস্তিকর অবস্থায় মোকাবিলা করতে গিয়ে হাসিটোটা আর ব্যঙ্গ বিদ্রোপ নিজেকে সপ্রমাণ করা - এসব কর্মিকের উৎস। এ রঙ্গময় বঙ্গদেশে উনিশ শতকে সঙের মিছিলে এবং সঙের গানে রস পরিহাস ও কৌতুকে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরা ছিল মুখ্য কথা। এর উপর আবার প্রশ্ন উঠতে পারে সঙ তাললে কিং? ভিত্তি পেশার নানা ধরনের মানুষের পোশাক পরে অঙ্গ ভঙ্গি সহযোগে গান, ছড়া কাটা এসব কিছু দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পরিহাস-উজ্জ্বল অনুকরণ হতে পারে সঙ। রাশিয়ান নাট্যকার

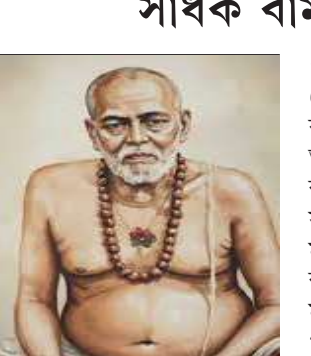
হেরাসিম লেভেডফ্ য়ে দুখানি নাটক এদেশে অভিনয় করেন তার মধ্যে কাল্পনিক সঙবলদ প্রকৃতপক্ষে সঙবলদ বা পরিচ্ছদের পরিবর্তন অর্থাৎ ছদ্ম বেশ ধারণ। উৎসবে, পূজাপার্বণে এ দেশে সঙ বের করার প্রথা বর্ধদনের। ‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’র নানা কিসিমের সঙ এর বর্ণনা আছে ; মাটির পুতুল আর জ্যাস্ত সাজা সঙ থাকতো ঘেরা কটীয়ার আর দরদালানো। নানা সঙের মধ্যে ‘বকা ধার্মিক’ বলে জ্যাস্ত সঙের ধরনটি ছতোমের পছন্দসই হয়েছিল ; ‘বকা ধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মতো নাদুর ; ঊঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত - গলায় মালা চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া ... গত বৎসর আশী পেরিয়েছেন ... কিন্তু প্রাণ হমাগুড়ি দিচ্ছে।’ পাতার পর পাতা জুড়ে নানা বিচিত্র সঙের ফিরিস্তি দিয়েছেন ছতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ। ছতোমের লেখা পড়লে মনে হয় সেকালের কলকাতার সংস্কৃতি যেন সঙের রঙ চুৎ-এ মেতে উঠেছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে সেকেলে কলকাতায় গাজনের দলের পথে পথে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে ঘোরা এবং সঙ বার হওয়া ছিল স্বাভাবিক। তাদের শব্দভাণ্ডারে শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত একাঙ্গ অপ শব্দ ছিল না। তাই তথাকথিত ভদ্র রুচির মানুষ তাদের অশ্লীল আখ্যা দিল। অষ্টাদশ শতকে চড়ক উপলক্ষে সন্ন্যাসী এবং সঙের মিছিলে একটা ছবি ঐক্কেছেন বিদেশী চিত্রকর স্যার চার্লস ভগলাস। ১৯২৬ সালে কলকাতার মিউনিসিপালিটি গেলেও তা ছাপা হয়েছে। যাত্রার আসরেতেও সঙের নাট্যগোবিন্দ ব্যবস্থা থাকত। কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেবেলায় নিজে সঙ সেজে অভিনয় করতেন। কালজ্যোতার খাতিরে বাংলা শব্দভাণ্ডারে সঙ শব্দটি ঢুক পড়েছে অনেকদিন। হাওড়ার শিবপুর, খুর্কট, মেদিনীপুর, ঢাকা, হাওড়ার রাধাপুর, শ্রীরামপুর, কলকাতার তালতলা, বেনেপুকুর, খিদিরপুর, কাঁশারীপাড়া আর জেলেপাড়া - এসব নানা জায়গা থেকে সঙ বের হত। জেলেপাড়ার সঙ ছিল খুব বিখ্যাত। কাঁসারী পাড়ার সঙেও উৎসাহদাতা ছিলেন প্রখ্যাত হিন্দী তারকনাথ প্রামাণিক আর হিন্দু পেট্রিয়ারে সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। কাঁসারীপাড়ায় কটীরাগাড়িতে সঙ বুরত। বাড়ির বারান্দায়, ছাদে ও জানালায় আবালবৃদ্ধবনিতা সঙের শোভাযাত্রা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। যোগেশবাবু অভিজাতবর্ণ ইংরেজ শাসকদের হুঁহুয়াড়ায় আহিনের আশ্রয় নিয়ে সাধারণের বিনোদনের রাস্তাগুলি বন্ধ করে কৃষ্ণভ্রামবে মনোরঞ্জনর ব্যবস্থা করতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে ভদ্রজন সমবেত হয়ে Society for the suppression of Public obcenity প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য জনমানসের শুদ্ধতা প্রচার করা।

সঙের শোভাযাত্রা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। যোগেশবাবু অভিজাতবর্ণ ইংরেজ শাসকদের হুঁহুয়াড়ায় আহিনের আশ্রয় নিয়ে সাধারণের বিনোদনের রাস্তাগুলি বন্ধ করে কৃষ্ণভ্রামবে মনোরঞ্জনর ব্যবস্থা করতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে ভদ্রজন সমবেত হয়ে Society for the suppression of Public obcenity প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য জনমানসের শুদ্ধতা প্রচার করা।

মোঘল আমল থেকেই বাংলা কালেক্টরকে সঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়



আমল থেকেই বাংলা কালেক্টরকে সঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

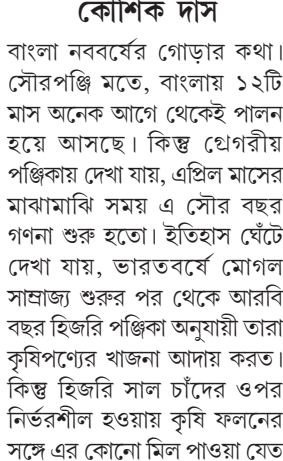


আমল থেকেই বাংলা কালেক্টরকে সঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

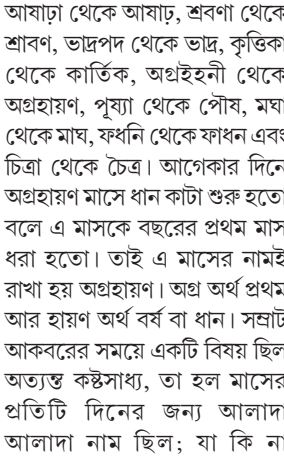
কৌশিক দাস

বাংলা নববর্ষের গোড়ার কথা। সৌরপঞ্জি মতে, বাংলায় ১২টি মাস অনেক আগে থেকেই পালন হয়ে আসছে। কিন্তু খেগরীয় পঞ্জিকায় দেখা যায়, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় এ সৌর বছর গণনা শুরু হতো। ইতিহাস খেঁটে দেখা যায়, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য গুরুর পর থেকে আরবি বছর হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী তারা কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সাল চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি ফলনের সঙ্গে এর কোনো মিল পাওয়া যেত না। আর তখনই সম্রাট আকবর এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বাংলায় বর্ষপঞ্জি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী সে সময়কার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ আমীর ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌরবছর ও আরবি হিজরি সালের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরির কাজ শুরু করেন। বাংলা বছর নির্ধারণ নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইয়ের প্রাপ্ত তথ্যমতে, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে পরীক্ষামূলক এ গণনা পদ্ধতিকে কার্যকর ধরা হয় ১৫৯৬ সালের ৫ নভেম্বর তারিখ থেকে অর্থাৎ সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের তারিখ থেকে। প্রথমে ফসলি সন বলা হলেও পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলা মাসের নামগুলো বিভিন্ন তারকারাজির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন বৈশাখ থেকে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ,



প্রজাসাধারণের মনে রাখা খুবই কষ্ট হতো। তাই সম্রাট শাহজাহান সাত দিনে সপ্তাহ ভিত্তিক বাংলায় দিনের নামকরণের কাজ শুরু করেন। ইংরেজি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ইংরেজি সাত দিনের সময়ের কিছুটা আদলে বাংলায় সাত দিনের নাম করণ করা হয়। যেমন সানডে-রবিবার। সান অর্থ রবি বা সূর্য আর ডে অর্থ দিন। এভাবে বর্ষ গণনার রীতিকে বাংলায় প্রবর্তনের সংস্কার শুরু হয় মোগল আমলে। বর্ষনির্ণয়ের প্রবর্তিত রূপ তখনকার শিশু ও কৃষিকাজ করার তাৎপর্যকে ধারণ করেই বাংলায় বছর গণনার রীতি চালু হয়। কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাঙালিদের যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখার সুবিধার্থে বাংলাদেশের সব



বাংলা নববর্ষ আমীরের জাতীয় জীবনের গণমুখী ও সর্বজনীন উৎসব। এ দিনে বাংলাদেশের সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আত্মতের স্মৃতি-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনো আহবানে সাড়া দিয়ে ওঠে। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে মানুষের মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ। উত্থান-পতন, ভালো-বদল, গাশান-নিরাশা, আনন্দ-বেদনায় ভরা মানব জীবন। তবু মানুষের আশাবাদী মন দুঃখ-বেদনার স্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করে। নতুন বছরের নবীন সুখ বিগত বছরের গ্লানি, হতাশা, বেদনা বিস্মৃত করে জীবনকে সফল করে আনন্দের সিংহদ্বারে নিয়ে পৌঁছাবে- এ প্রত্যাশাতেই বিপুল



বাংলা নববর্ষ আমীরের জাতীয় জীবনের গণমুখী ও সর্বজনীন উৎসব। এ দিনে বাংলাদেশের সকল ধর্মের ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আত্মতের স্মৃতি-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনো আহবানে সাড়া দিয়ে ওঠে। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে মানুষের মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ। উত্থান-পতন, ভালো-বদল, গাশান-নিরাশা, আনন্দ-বেদনায় ভরা মানব জীবন। তবু মানুষের আশাবাদী মন দুঃখ-বেদনার স্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করে। নতুন বছরের নবীন সুখ বিগত বছরের গ্লানি, হতাশা, বেদনা বিস্মৃত করে জীবনকে সফল করে আনন্দের সিংহদ্বারে নিয়ে পৌঁছাবে- এ প্রত্যাশাতেই বিপুল

শ্রমজীবী মানুষের দল। ভোরবেলা গুরু হয়ে সায়্যাহে শেষ হত শোভাযাত্রা। সে শোভাযাত্রায় থাকত মিলিটারি ব্যাণ্ডের নকল, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের দল, ধোপার কাপড় ভড়ং, কৃষ্ণ আর গোয়ালিনীদের প্রেম। ভড়ং সাধু ভক্তদের কাঁধে চেপে মস্ত জপে আর ইতিউক্তি চায়। সামাজিক প্রথা রীতিনীতি এসব নিয়ে ব্যঙ্গ হত সঙের গানে। কখনও নব্য আইনে বিয়ের প্রথা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষ ; সে মিছিলে বর প্যাটালুন আর চাপকান পরা। হিন্দুস্থান নর্তকীর সাজে বুট পরা বউ এর হাতে ধরা মস্ত বড় বই। পুরোহিতের সামনে বর ঘোষণা করে সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ কিছুই নয় কন্যাও তা শপথ নেয়। তারপর ‘আমেন’ উচ্চারণে বিবাহ শেষ। লোক শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান বিংশ শতকের সূচনায় পরিবর্তিত হিচ্ছিল ক্রমশঃ। যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাদের শিল্পে নানা উপাদানের অন্তর্গত হওয়া ছিল অবধারিত ব্যাপার। ১৮২৫ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘সমাজার দর্পণ’ থেকে জানা যায় যে সে বছর সরস্বতী পূজার প্রতিমা বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় সঙের মূল বক্তব্যটি ছিল অন্যায়কারী, ক্ষমতাবানের ওদ্ধভ্য দেখানোর বিরুদ্ধে সাধারণের প্রতিবাদ। এমনকি এই পত্রিকার খবর অনুযায়ী সঙের আয়োজককে পুলিশ প্রেস্তার করে আদালতে তুললে বিচারক তাকে বলেন যে তুমি তোমার দেবতার সামনে এ প্রকার কর্ম্য সঙ কর্হেছ তা অতি মন্দ কর্ম। ‘বাইরে কোঁচার পক্ত ভিতরে ছুঁচোর কেতন’, ‘খুঁটে পোড়ে গোবর্গের শ্মে’, ‘খাঁদা পুত্রের নাম পদ্মচোদন’, ‘মদ খাওয়া বড়ো লাজ জাত থাকার কি উপায়’ সঙ যাত্রা এসব নানা অনুলে বোঝা যায় বিকপের লক্ষ্যবস্তু ছিল কে বা কারা। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে ; দর্ভিক, মহামারী, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ; কোলাহল মুখর নানা বিতর্কে সে সময়ে মুখর ছিল বাঙালি সমাজ। ভদ্রসমাজের নব অর্জিত গোঁড়া রচিবেরা সঙের গানে অমার্জিত টীকা টিপনী মেনে নিতে পারেনি বলে শিক্ষিত শ্রেণীর সম্পাদিত কাগজপত্রে তা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি উঠেছিল। এই সোচ্চার সংস্কৃতির জঙ্গী অভিব্যক্তি ছিল সঙ। অসহিষ্ণু অভিজাতবর্ণ ইংরেজ শাসকদের হুঁহুয়াড়ায় আহিনের আশ্রয় নিয়ে সাধারণের বিনোদনের রাস্তাগুলি বন্ধ করে কৃষ্ণভ্রামবে মনোরঞ্জনর ব্যবস্থা করতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে ভদ্রজন সমবেত হয়ে Society for the suppression of Public obcenity প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য জনমানসের শুদ্ধতা প্রচার করা।

নেপাল কনসুলেটের উদ্যোগে সুস্থ স্বাস্থ্য সচেতনার প্রস্তাবনা

বুদ্ধদেব মিশ্র

পয়লা বৈশাখ বাংলার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব হলেও নেপালেও পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান করা হয়। নেপাল এখনও একটি হিন্দু রাষ্ট্র। এই বৈশাখ মাসে নেপালে ভগবান গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে বৈশাখ মাস নেপালের সবচেয়ে প্রিয় মাস। তারা এই মাসকে ঈশ্বরের মাস বলে মনে করে থাকে। নেপালের রাজ পরিবারের সদস্যরা এই মাসে বিশেষ উৎসব পালন



করতেন রাজসভায়। সেখানে বিশেষ অতিথিদেরকে নিমন্ত্রণ করে নেপালের মহাশত্রুতে সবার সমানে তুলে ধরতেন। গৌতম বুদ্ধ বিশ্বের একজন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যার নাম সারা বিশ্বের প্রতিটি লোকেরা জানে এবং তাঁর মন্ত্র হচ্ছে অহিংসা এবং শান্তি। ভগবান গৌতম বুদ্ধের পথকে অনুসরণ করেছে ভারত। সেই কারণে ভারতের সরকারি সিলমোহরে সশ্রুটি অশোকের স্তম্ভ সিংহের ছাপ এবং জাতীয় পতাকায় অশোক চক্র দেখতে পাওয়া যায় এবং সম্রাট অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুয়ায়ী। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তপাত দেখে সম্রাট অশোক বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধ বিরোধী শান্তির মন্ত্র প্রচার করতে থাকেন।

নেপাল কনসুলেটের উদ্যোগে কলকাতায় আন্তর্জাতিক ওয়েলনেস ডে উদ্‌যাপন, সুস্থ জীবনের বার্তা দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক স্তরে সুস্থতা ও মানসিক-শারীরিক ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে কলকাতায় পালিত হচ্ছে ‘ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস ডে’। ১৫ই এপ্রিল, ২০২৬,বুধবারসকালে শহরেরবুকে অবস্থিত নেপালের কনসুলেট জেনারেলের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং মানসিক সুস্থতার বিভিন্ন দিক নিয়ে

আলোচনা ও কার্যক্রমের আয়োজন চলাছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় মানুষের মধ্যে বাড়তে থাকা মানসিক চাপ ও শারীরিক সমস্যার প্রেক্ষিতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যোগ প্রশিক্ষক এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ। তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাত্রার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আর শেষ করে যুব



সমাজকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আয়োজক সূত্রে আরও জানা যায়, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা এবং শরীর ও মনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। এর পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুস্থতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বানীদের আগাম নিবন্ধনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও স্বাগত জানানো হয়েছে। নেপাল কনসুলেটের উদ্যোগে কলকাতায় আন্তর্জাতিক ওয়েলনেস ডে উদ্‌যাপন, সুস্থ জীবনের বার্তা দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক স্তরে সুস্থতা ও মানসিক-শারীরিক ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরতে কলকাতায় পালিত হচ্ছে ‘ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস ডে’। ১৫ই এপ্রিল, ২০২৬,বুধবারসকালে শহরেরবুকে অবস্থিত নেপালের কনসুলেট জেনারেলের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং মানসিক সুস্থতার বিভিন্ন দিক নিয়ে

বিশেষজ্ঞ দের মতে, নিয়মিত যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করলে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ রাখা সম্ভব। সেই বার্তাই এই ‘ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলনেস ডে’ -এর মাধ্যমে দেয়াও বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেন আয়োজকরা। শহর কলকাতায় এই ধরনের আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত একটি বিষয় হল হালাখাত। তখন প্রত্যেকে চাষাবাদ বাবদ চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাজনা, মাগুলা ও শুদ্ধ পরিশোধ করে দিত। এরপর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ ভূমির মালিকরা তাদের প্রজাসাধারণের জন্য মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেন। যা পরবর্তীতে ব্যবসায়িক পরি মন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। লোকানিরা সারা বছরের বাকির খাতা সমনে হাড়িক পড়ে বাজার, বন্দর ও গঞ্জে। বৈশাখ এলেই এর সঙ্গে আসে কালবৈশাখীল তান্ডবের কথা। প্রলয়ধর্মী ঝড়ে লন্ডভন্ড করে বসতভিতা, জমিজমিতে, তার পরও আবারও ফিরে দাঁড়ায় বাড়বাঙ্কুর সঙ্গে লড়াই করা প্রতিটি বাঙালি। সামগ্রী, নারকেল মুড়কিসহ আগ্রাে কত কী থাকে এসব মেলায়, তার ইয়ত্তা নেই। মেলার সময়ে নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, কুস্তির আসর থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসকগণ সর্বপ্রথম হিজরি সন গণনার রেওয়াজ চালু করেন। খলজী বংশীয় তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজী বংশেজয় ১২০৬ ক্রিঃ থেকে শুরু করে উপমহাদেশে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেরচান্দ্র বর্ষভিত্তিক হিজরি সন চলিত ছিল। সরকারি কাজেও হিজরি সন ব্যবহার করা হত। হিজরি সন চান্দ্র সন বলে এ সনের সময়কাল সৌরবর্ষের চেয়ে কিছুটা কম অর্থাৎ ৩৫৪ দিন। অনাদিদি, সৌর সনের বছর ৩৬৫ দিনে হওয়ায় প্রতি বছর চান্দ্রসনের সাথে ১০/১১ দিনের পার্থক্য হয়ে যেত। এর ফলে প্রতি বছরে দিনক্ষণ ও তিথি, নক্ষত্র,

বৈশাখী সাজ-পয়লা বৈশাখ

৩ জুলাই থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা ২০২৬-রেজিস্ট্রেশন থেকে প্রস্তুতি, জেনে নিন সম্পূর্ণ গাইড

হিমালয়ের দুর্গম গিরিখাতে অবস্থিত পবিত্র তুষারলিঙ্গ দর্শনের অপেক্ষা অবশ্যে শেষ হতে চলেছে। ঘোষিত হয়েছে ২০২৬ সালের অমরনাথ যাত্রা-র দিনক্ষণ। আগামী ৩ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে এই বহুল প্রতীক্ষিত

মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা হবে। এই বিশেষ পূজার পুরই সাধারণ ভক্তদের জন্য যাত্রার দরজা খুলে দেওয়া হবে। কীভাবে করবেন রেজিস্ট্রেশন? তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশাসন ১৫ এপ্রিল থেকেই রেজিস্ট্রেশন

বসেই সহজে আবেদন করা সম্ভব। স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা- অমরনাথ যাত্রা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, শারীরিকভাবেও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। দুর্গম পাহাড়ি পথ, কম অক্সিজেন এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার কারণে

২। বালতাল রুটঃ অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু বেশি খাড়া এবং কষ্টসাধ্য। ভক্তরা নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী যেকোনও একটি পথ বেছে নিতে পারবেন। নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি-প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যস্দের জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাত্রাপথ জুড়ে লঙ্গর (বিনামূল্যে খাবার), চিকিৎসা শিবির এবং অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে পাহাড়ি আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা মাথায় রেখে ভক্তদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। পর্যাপ্ত গরম জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় ওষুধ, রেইনকোট এবং আরামদায়ক জুতো সঙ্গে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির সময় এখনই-হিমালয়ের কোলে অবস্থিত অমরনাথ গুহা-তে বিরাজমান মহাদেবের দর্শন পেতে প্রতিবছরই হাজার হাজার শিবভক্ত এই যাত্রায় অংশ নেন। ২০২৬ সালেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বহু ভক্ত। ১৫ এপ্রিল ভোর থেকেই শুরু হবে রেজিস্ট্রেশনের ব্যস্ততা। আপনি যদি এই পবিত্র যাত্রায় অংশ নিতে চান, তবে এখনই প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত রেখে সময়মতো নাম নথিভুক্ত করুন। সঠিক পরিকল্পনা, শারীরিক প্রস্তুতি এবং ভক্তিতাব-এই তিনেই সফল হবে আপনার অমরনাথ যাত্রা।



তীর্থযাত্রা, যা চলবে টানা ৫৭ দিন। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৮ আগস্ট, রাতি পূর্ণিমার পূণ্যতিথিতে এই যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীরের উপত্যকা। যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনার আগে ধর্মীয় আচার অনুযায়ী পালিত হবে ‘পূজা’। আগামী ২৯ জুন, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিনে ভগবান শিবের আরাধনার

প্রক্রিয়া শুরু করছে। এবারও অনলাইন এবং অফলাইন-দুই মাধ্যমেই নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকছে। অফলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেশজুড়ে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ইয়েস ব্যাঙ্ক-এর মোট ৫৫৪টি নির্দিষ্ট শাখায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। এছাড়াও শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে

প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুমোদিত চিকিসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত ‘ফিট সার্টিফিকেট’ জমা না দিলে কোনওভাবেই যাত্রার অনুমতি মিলবে না। যাত্রাপথঃ কোন রাস্তা বেছে নেবেন? এবারও তীর্থযাত্রীদের জন্য দুটি প্রধান পথ খোলা থাকছে-১। পহেলগাঁও রুটঃ এটি ইতিহাবাহী এবং তুলনামূলক দীর্ঘ পথ, তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর।

বারাণসী যাওয়ার প্ল্যান? এই ১৩টি ভুল এড়িয়ে চললেই ভ্রমণের আনন্দ হবে দ্বিগুণ



বারাণসী নিছক কোনও পর্যটন কেন্দ্র নয়। এ এক জীবনদর্শনের নাম। ভারতবর্ষের আত্মার প্রতীক। প্রতি বছর লাখে লাখে মানুষ এই প্রাচীন শহরে ভিড় জমান একবুক আশা নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যটকই ফিরতি পথে একরাশ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফেরেন। এর প্রধান কারণ বারাণসীকে ঘুরে দেখার সঠিক জ্ঞানের অভাব। ইনস্টাগ্রামের উল্লঙ্ঘন বা সাধারণ ট্যুরিস্ট গাইড মেনে কাশীকে চেনা অসম্ভব। বারাণসী নিছক কেনাও পর্যটন কেন্দ্র নয়। এ এক জীবনদর্শনের নাম। ভারতবর্ষের আত্মার প্রতীক। প্রতি বছর লাখে মানুষ এই প্রাচীন শহরে ডি। জমান একবুক আশা নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ পর্যটকই ফিরতি পথে একরাশ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফেরেন। এর প্রধান কারণ বারাণসীকে ঘুরে দেখার সঠিক জ্ঞানের অভাব। ইনস্টাগ্রামের উল্লঙ্ঘন বা সাধারণ ট্যুরিস্ট গাইড মেনে কাশীকে চেনা অসম্ভব। বারাণসী, বেনারস বা কাশী যে নামেই ডাকি না কেন, গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে

দুর্কবেন না। বেনারসি শাডি কেনার সময় সতর্ক থাকুন। পর্যটকদের জন্য পাতা ফাঁদে পা বেবেন না। বহু লোকানো সন্তায় নকল শাডি গছিয়ে দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ সরকারি আউটলেট বা সরাসরি তাঁতিদের ঘর থেকে শাডি কিনুন। এতে সঠিক মানের জিনিস ন্যায্য দামে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। বারাণসীর অলিগলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট এখনও ততোটা জনপ্রিয় নয়। ছোট দোকানদার বা রিকশা চালকরা নগদে লেনদেন করতে পছন্দ করেন। তাই সবসময় পর্যাপ্ত নগদ টাকা সঙ্গে রাখুন। নেটওয়ার্কের সমস্যা বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেক সময় অনলাইন পেমেন্ট আটকে গিয়ে বিপত্তি ঘটাতে পারে। বর্ষাকালে বারাণসী ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই ভালো। এই সময় গঙ্গার জলস্তর বোঁে যায়, ফলে ঘাটগুলি পুরোপুরি ডুবে থাকে। ঘাটে হাটচালা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। বারাণসীর মূল আকর্ষণ হল ঘাট ধরে হাটা, যা বৃষ্টির মরশুমে উপভোগ করা যায় না। মন্দিরের ভেতরেই প্রসাদ কেনার সুযোগ রয়েছে। এমনকী দর্শনাধীনের পাদুকা রাখারও সুব্যবস্থা থাকে। বাইরে থেকে চড়া দামে প্রসাবের ডালি কিনে প্রচারিত হবেন না। বাইরে জুতো রাখলে অনেক সময় তা চুরির ভয় থাকে। মণ্ডিরের নির্দিষ্ট জায়গায় জুতো রাখলে এসব ঝক্কি কমে। এতে সময় এবং অর্থ দুই-ই বাঁচবে। বারাণসীর

সন্ধ্যারতি দেখার জন্য হাতে অনেকটা সময় রাখুন। অন্তত এক জটরা। আরতির সময় তিল ধারণের জায়গা থাকে না। দেরিতে পৌঁছালে দূর থেকে আরতি দেখা সম্ভব হয় না। তাই ভাঙ্গে জায়গা পেতে আগেভাগেই গঙ্গার ঘাটে আসন গ্রহণ করুন। আপনি যদি একা ঘুরতে আসেন, তবে বইক বুক করা সবচেয়ে লাভজনক। বারাণসীর সরু গলিতে বড় গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। বইকে করে খুব অল্প সময়ে অনেক দর্শনীয় স্থানে পৌঁছানো যায়। এটি একদিকে যেমন সস্তা, অন্যদিকে তেমনই সময় বাঁচে। নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। কাশীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে দ্রুততা বর্জন করুন। এই শহরটি ঘুরে চলায় রক্ত তৈরি। প্রতিটি ঘাঁরে আল্লা গল্প আছে, যা অনুধাবন করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। কোনও তালিকা ধরে পর্যটন শেষ না করে বরং শহরের অলিগলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলুন। তবেই কাশীর আসল আত্মা স্পর্শ করতে পারবেন। বারাণসীর সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণকে সম্মান জানান। গঙ্গার পবিত্রতা বজায় রাখা প্রত্যেক পর্যটকের দায়িত্ব। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিনয়ী ব্যবহার করুন। এই শহর আপনাকে ক্ষেপে দেবে না টিকই, তবে জীবনকে নতুনভাবে চিনতে শেখাবে।

সন্ধ্যারতি দেখার জন্য হাতে অনেকটা সময় রাখুন। অন্তত এক জটরা। আরতির সময় তিল ধারণের জায়গা থাকে না। দেরিতে পৌঁছালে দূর থেকে আরতি দেখা সম্ভব হয় না। তাই ভাঙ্গে জায়গা পেতে আগেভাগেই গঙ্গার ঘাটে আসন গ্রহণ করুন। আপনি যদি একা ঘুরতে আসেন, তবে বইক বুক করা সবচেয়ে লাভজনক। বারাণসীর সরু গলিতে বড় গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। বইকে করে খুব অল্প সময়ে অনেক দর্শনীয় স্থানে পৌঁছানো যায়। এটি একদিকে যেমন সস্তা, অন্যদিকে তেমনই সময় বাঁচে। নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। কাশীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে দ্রুততা বর্জন করুন। এই শহরটি ঘুরে চলায় রক্ত তৈরি। প্রতিটি ঘাঁরে আল্লা গল্প আছে, যা অনুধাবন করতে ধৈর্যের প্রয়োজন। কোনও তালিকা ধরে পর্যটন শেষ না করে বরং শহরের অলিগলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলুন। তবেই কাশীর আসল আত্মা স্পর্শ করতে পারবেন। বারাণসীর সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণকে সম্মান জানান। গঙ্গার পবিত্রতা বজায় রাখা প্রত্যেক পর্যটকের দায়িত্ব। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিনয়ী ব্যবহার করুন। এই শহর আপনাকে ক্ষেপে দেবে না টিকই, তবে জীবনকে নতুনভাবে চিনতে শেখাবে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জিএম-র সভাপতিত্বে ’ভারত রত্ন’ বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকরের জন্মবার্ষিকী স্মরণ

গোরখপুর, ১৫ এপ্রিল : উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকারের সভাপতিত্বে ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে ’ভারত রত্ন’ বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকরের জন্মবার্ষিকী স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে জেনারেল ম্যানেজার, অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ডি. কে. শুক্লা, প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য রেল কর্মচারীগণ বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে শিল্প কমিটির শিল্পীরা একটি ভক্তন পরিবেশন করেন।এই উপলক্ষে জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয়

বরওয়ানকর বলেন, আমরা সকলে আজ এখানে ভারতরত্ন ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকরের জন্মবার্ষিকীর

এবং মহাত্মা ফুলে। তাঁর গ্রন্থাগারে ৬০,০০০ বই ছিল। তিনি অনেক বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে



শুভ উপলক্ষে সমবেত হয়েছি। ভারতরত্ন বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকর ছিলেন একজন মহান নেতা এবং আধুনিক ভারতের বুদ্ধ। এমন একজন মহান ব্যক্তিকে পেয়ে ভারত ভাগ্যবান। ডঃ আশ্বেদকর সমাজের উন্নতি সাধন করেছিলেন। বাবা সাহেবের অনুপ্রেরণার তিনটি উৎস ছিলঃ সৌতম বুদ্ধ, সন্তু কবীর

কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। বাবা সাহেব জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন তিনি ছিলেন নিতীক ও সাহসী। আজকের তরুণ প্রজন্মের তাঁর থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত। বাবা সাহেব অনেক স কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন। জেনারেল ম্যানেজার

রাজ চক্রবর্তীর ওয়েব সিরিজে নেতাজির নাম ব্যবহারের প্রতিবাদে সরব গবেষকরা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজ। হিংদ ফৌজের ’বাহাদুর গ্রুপ’-এর সেনাপ্রধান শওকত মালিকের নেতৃত্বে মণিপুরের মৈরাং-এর মাটিতে প্রথমবার উদ্ভেলিত হয়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ইতিহাসের পাতায় যা ’দিবস’ বা ভারতের মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে মঙ্গলবার কলকাতার রেড রোডে আজাদ হিংদ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে সমবেত হন একদল নেতাজি গবেষক ও অনুগামী। এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ মিশনের রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম পরিষদের প্রদীপ দত্ত, সুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়, শেখ আলি-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। শ্রদ্ধার্থী অর্পণের পাশাপাশি এই সমাবেশ থেকে মূলত দুটি দাবি তোলা হয়। প্রথমত, ’আজাদ হিন্দ’ স্লোগানকে জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা প্রদান এবং দ্বিতীয়ত, পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক ওয়েব সিরিজে নেতাজির নামের ’অমর্যাদাকর’ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ। নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী অভিযোগ করেন, রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ’আবার প্রলয়-২’-এ অত্যন্ত অন্যায্যভাবে নেতাজির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, পরিচালককে অবিলম্বে সিরিজের সেই অংশগুলি বাতিল করতে হবে যেখানে নেতাজির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এই দাবির সঙ্গে একাঘ্বতা প্রকাশ করেছে তপতী চক্রবর্তী, অনর্থ সরকার, প্রিয়ম গুহ এবং নেতাজি পরিবারের সদস্য ইন্দ্রনীল মিত্র। অরাজনৈতিক ওয়েব সিরিজে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে ’নেতাজি চেতনা মঞ্চ’ এদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

জাল পাসপোর্ট সরবরাহকারী মহিলাকে কারাদণ্ড

প্যারাগুয়ে, ১৪ এপ্রিল(হি.স.)ঃ ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনালদিনহোকে একটি জাল পাসপোর্ট সরবরাহ করার অভিযোগে অভিযুক্ত প্যারাগুয়ের এক মহিলাকে সোমবার তার দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়েতে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার জেরে ব্রাজিলের এই তারকাকে পাঁচ মাস আটক থাকতে হয়েছিল। প্যারাগুয়ের মহিলা ডালিয়া লোপেজ ছয় বছর ধরে পলাতক থাকার পর গত ২ এপ্রিল রাজধানী আসুন্সিওন থেকে ধরা হয়। তখন থেকেই তিনি প্যারাগুয়ের পুলিশ হেফাজতে আছেন। সোমবার, একজন বিচারক এই মহিলাকে পলায়নপ্রবণ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং আসুলিয়ন থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে এমবোসকাদা শহরের একটি মহিলা কারাগারে বিচারপূর্ব আটকাদেশ দেন। ডালিয়া লোপেজের বিরুদ্ধে রোনালদিনহোকে এবং তার ভাই ও এজেন্ট রবার্তো ডি অ্যাসিস মোরেইরাকে জাল নথি সরবরাহ করার অভিযোগে অপরাধমূলক সংঘবদ্ধতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা কেন সেগুলো চেয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সহায়তার্থে একটি দাতব্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য লোপেজ ২০২০ সালের মার্চ মাসে রোনালদিনহোর প্যারাগুয়ে সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যারাগুয়েতে পৌঁছানোর দুই দিন পর, প্রাক্তন ব্রাজিল বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড় ও তার ভাইকে জাল প্যারাগুয়ীয় পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তারা প্রায় এক মাস হেফাজতে ছিলেন। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ১৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই রকম আরও কারুর সঙ্গে করেছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃক ভারতরত্ন ড. বি. আর. আশ্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন



কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলের সদর দপ্তর গার্ডেন রিচে ভারতরত্ন ড. বি. আর. আশ্বেদকরের জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হলো। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার জৈন ড. বি. আর. আশ্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং এই মহান দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এই গন্তীর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, মুখ্য মুখ্য কর্মী আধিকারিক শ্রী এম. কে. প্রসাদ, অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ, বরিশ্ত আধিকারিকবৃন্দ এবং কর্মচারীবৃন্দও ভারতীয় সংবিধানের জনক ড. বি. আর. আশ্বেদকরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আধিকারিকবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ এবং তপশিলি জাতিউপজাতি ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ধ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মসজিদও চাই না’, প্রতিবাদে জাপানে পথে নামল মানুষ

১৫ এপ্রিল ঃ জাপানের উপকূলবর্তী শহর ফুজিসাওয়া।

সেখানে পথে নামলেন কয়েক হাজার মানুষ। সম্প্রতি ওই শহরে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছে। এর প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন অসংখ্য স্থানীয় নাগরিক। তাঁদের বক্তব্য, আমাদের শহরে একটিও মসজিদ চাই না। বিরাট প্রতিবাদ মিছিলের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত দিচ্ছেন জাপানের নাগরিকরা। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাজার হাজার জনতা শহরে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে পথে নেমেছেন। মুখেও স্লোগান দিচ্ছেন তারা।

মসজিদ নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমতি আছে কিনা।

NAME CHANGE
I, Bikash Rajoyar (Old Name) S/O-Habal Rajwar resident of Vill-Dhawa para , Po-Rampara , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Bikash Rajoyar to Bikash Rajwar and henceforth I shall be known as Bikash Rajwar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/04/2026. My name Bikash Rajwar & Bikash Rajoyar both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Md Bashar Sk (Old Name) S/O-Shish Mohammad resident of Vill-Danghara , Po-Kusmore , Ps-Paikar , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731238 do hereby declared that I have changed my name from Md Bashar Sk to Basar Sekh and henceforth I shall be known as Basar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Basar Sekh & Md Bashar Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Md Majlul Islam (Old Name) S/O-Basar Sekh resident of Vill-Danghara , Po-Kusmore , Ps-Paikar , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731238 do hereby declared that I have changed my name from Md Majlul Islam to Majlul Sekh and henceforth I shall be known as Majlul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Majlul Sekh & Md Majlul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Antara Bhattacharya (Old Name) S/O-Raghunath Bhattacharya resident of Vill-Gumta , Po-Kundala , Ps-Mayureswar , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Antara Bhattacharya to Antara Banerjee (Bhattacharya) and henceforth I shall be known as Antara Banerjee (Bhattacharya) (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/04/2026. My name Antara Banerjee (Bhattacharya) & Antara Bhattacharya both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sila Pal (Old Name) W/O-Parimal Kumar Pal residing at Vill & PO-Amlai , PS-Bharatpur , Murshidabad, West Bengal 742301 do hereby declared that I have changed my name from Sila Pal to Shila Pal and henceforth I shall be known as Shila Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/04/2026. My name Shila Pal & Sila Pal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Muhebar Sk (Old Name) S/O-Saukat Sk resident of Vill-Shanipara , Po-Nagar , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Muhebar Sk to Mahabur Rahaman Sk and henceforth I shall be known as Mahabur Rahaman Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/04/2026. My name Mahabur Rahaman Sk & Muhebar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Tapash Biswas (Old Name) S/O-Sarat Biswas resident of Vill-Mobarakpur , Po-Haripur Chhikta , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Tapash Biswas to Tapas Biswas and henceforth I shall be known as Tapas Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/04/2026. My name Tapas Biswas & Tapash Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kuddus Khan, Md Kuddus Khan (Old Name) S/o Late Mohd Amin Khan Residing at 71, B.T Road, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Kuddus (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 13-04-2026. Kuddus Khan, Md Kuddus Khan (Old Name) and Md. Kuddus (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Prakash Agarwal (Old Name) S/o Gauri Shankar Agarwal Residing at Iland BL-2, Flat-4A, 209, Picnic Garden Road, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prakash Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Prakash Agarwal (Old Name) and Prakash Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Achintya Manna (Old Name) S/o Santosh Manna Residing at Vill - Depal, P.o - Depal, P.s - Rannagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721453, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Achintya Kumar Manna (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Achintya Manna (Old Name) and Achintya Kumar Manna (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Faruk Sk (Old Name) S/o Sk Samsuddin Residing at Vill - Hazipara, P.o+P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Md Faruk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Faruk Sk (Old Name) and Sk Md Faruk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I RIYAJ SK,S/O-KAMAL HASSAN, Resident of Vill-Nabagram,P.S-Nabagram, Dist- Murshidabad, West Bengal do hereby Solemnly affirm and declare as follows-That RIYAJ SK, Date of Birth- 23/05/2007, is my original and Correct name and Date of birth which is written and recorded in my Madhyamik Admit Card. Registration no-8231-150111, Roll No-700731,N.O-6166,That KAMAL HASSAN is my wrong name which has been written and recorded in birth certificate Registration no-1137/09,Date-31/03/2009, That RIYAJ SK and KAMAL HASSAN is the same and one identical person.Vide Affidavit in the court of Ld.S.D.E.M.(1st Class) at Berhampur, Murshidabad,W.B, Date-16/09/2025

NAME CHANGE
I, SAMAYUN SEKH S/o SEKH KHURSED residing at Vill.-Jot-sundar, P.O.-Khodarampur, P.S.-Raghunathganj, Dist.-Murshidabad,WB do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name SEKH KHURSED instead of KHURSED SEKH, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Jangipur, Murshidabad dated on 20/02/2026. SEKH KHURSED and KHURSED SEKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Jasim Ali(Old Name) S/o.-Md Majid Ali R/o.-Vill.-Gab-tala, P.O.-Lalgola, Dist.-Murshidabad WB, that have change my name & shall henceforth be known as Md Josim Ali (New Name), vide an Affidavit dtd. 01.04.2026, before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Lalbagh, Murshidabad. That, Md Jasim Ali (Old Name) & Md Josim Ali (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE
I, Ashok KR Biswas (old name) S/o-Hajari residing at Pattabuka, Natna, Karipur, Dist-Nadia, Pin-741122 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASHOK KR BISWAS to ASHOK BISWAS and henceforth I shall be known as ASHOK BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 14/04/2026. ASHOK KR BISWAS (old name) and ASHOK BISWAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Debasis Sarker (old name) S/o-Nanigopal Sarker residing at Chhotanaldaha, Chhotanaldaha, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DEBASIS SARKER to DEBASISH SARKAR and henceforth I shall be known as DEBASISH SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 14/04/2026. DEBASISH SARKER (old name) and DEBASISH SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ashima Sarker (old name) W/o-Debasish Sarker residing at Chhotanaldaha, Chhotanaldaha, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASHIMA SARKER to ASHIMA SARKAR and henceforth I shall be known as ASHIMA SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 14/04/2026. ASHIMA SARKER (old name) and ASHIMA SARKAR (new name) both are same and one identical person.

নববর্ষের দিন মোহন বাগানে নতুন স্পনসর, ক্লাবে হবে পিকলবল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিন জমজমাট মোহনবাগান ক্লাবে সুসজ্জিত ক্লাব প্রাঙ্গন। থিম যথারীতি সবুজ মেরুনা। বছরের প্রথম দিন ক্লাব সাজানো হয় জার্সি এবং বড় হাত পাখায়। সদর ফটক থেকে মাঠ, ক্লাবতাবু পর্যন্ত পথ শয়ে শয়ে জার্সি দিয়ে সাজানো। ময়দানি প্রথা মেনে সকাল সাড়ে নটায়া হয় বারপুজো। পুজোয় বাসেন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সঞ্জয় বসু, অধিনায়ক শুভাশিস বসু এবং তারকা ফুটবলার মনবীর সিং। সভা-সমর্থকদের ভিড় থাকলেও, সেটা অন্যান্যবাবরের তুলনায় কিছুটা কম। মোহনবাগান কর্তার মনে করেন, এটা আসন্ন নির্বাচনের প্রভাব। তবে নতুন বছরের প্রথম দিন সুখবর শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবে। নতুন স্পনসর পেল মোহনবাগান। ক্রিকেট, হকি এবং অ্যাথলেটিক্স-এ প্রধান স্পনসর রিপ্লো পাঁচ বছরের চুক্তি। এদিন নতুন স্পনসর-এর জার্সি উন্মোচন হয়। দেবাশিস দত্ত, সঞ্জয় বসু ছাড়াও ছিলেন সৌমিক বসু। নতুন বছর মানেই শপথ। নতুন অঙ্গীকার। এবারও নতুন কিছু করার লক্ষ্যে বাগান কর্তারা। কয়েকদিন আগেই হকি অ্যাকাডেমি করার কথা জানানো হয়েছে। ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঘোষণা বছর দুয়েক আগে হলেও সেই কাজ এখনও শুরু হয়নি। এবার এই দুটো অ্যাকাডেমির কাজ শুরু করতে চাইছে কর্তারা। এছাড়াও নেওয়া হবে নতুন একটি উদ্যোগ। ক্লাবে হবে পিকলবল কোর্ট। জানান মোহনবাগান সচিব সঞ্জয় বসু। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন



যোগদান বাড়তে এবার আরও একটি নতুন ভাবনাচিন্তা বাগান কর্তাদের। সচিব সঞ্জয় বসু বলেন, “আমরা চাই ক্লাবে সমর্থকরা আসুক। পুরোনো থেকে নতুন প্রজন্ম, সবার যোগদান বাড়তে চাই। তাই ক্লাবেই পিকেলবল খেলা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। সদস্য, সমর্থকরা এসে খেলতে পারবে। ক্লাবেই কোর্ট করা হবে। এই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আর্মির সঙ্গে কথা বলেছি। এছাড়াও হবে হকি অ্যাকাডেমি।

আমরা দু’বছর ধরে হকিতে চ্যাম্পিয়ন। বাইরের ছেলেরা আমাদের দলে খেলে। বেশিরভাগের কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমরা চাই স্থানীয় হকি প্লেয়ার উঠে আসুক।

এছাড়াও ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কাজ দ্রুত শুরু করার চেষ্টা চলছে।” দায়িত্ব নেওয়ার পর বাগান সচিব জানিয়েছিলেন, মেয়েদের ফুটবল দল করা নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ন্টের কর্ণধার সঞ্জীব গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। বর্তমানে রমরমিয়ে চলছে কন্যাশ্রী কাপ। খেলছে ইস্টবেঙ্গল, শ্রীভূমি, ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব সহ ১৬টি ক্লাব। কিন্তু এখনই মেয়েদের দল গঠন নিয়ে কোনও

সিদ্ধান্ত নেয়নি বাগান কর্তৃপক্ষ। সচিব জানান, কথা চললেও, বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। গত কয়েক বছর ধরে মোহনবাগানের দুই শীর্ষকর্তার মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটায় একসঙ্গে বারপুজোয় বসার কোনও প্রস্ত ছিল না। কিন্তু গত এক বছরে বদলেছে চিত্র। দুরন্ত কমার পর এই প্রথম বারপুজো। আবার একত্রিত হয়ে ক্লাবকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার বাগান সভাপতিরা অবশ্যই লক্ষ্য আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এছাড়াও বিভিন্ন খেলায় উন্নয়ন চান কর্তারা। একইসঙ্গে ক্লাবের পরিকাঠামো আরও উন্নতমানের করা লক্ষ্য। দেবাশিস দত্ত বলেন, “আমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রথম বারপুজো। একসঙ্গে মোহনবাগানকে আরও সাফল্য এনে দিতে চাই। চ্যাম্পিয়ন হওয়া একটা বিষয়। তবে পাশাপাশি বাংলার প্রত্যেক খেলায় যাতে উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে।” আগের বছর নববর্ষে ক্লাব লনে রাখা ছিল আইএসএল ট্রফি এবং শিল্ড। যা দেখতে সমর্থকরা ভিড় জমায়। চলতি আইএসএলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। মাঝে পরপর ড্রয়ে সার্জিও লোবেরার দল কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায়। কিন্তু ঘরের মাঠে পাঞ্জাবকে হারিয়ে আবার লড়াইয়ে ফিরে এসেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন বাগান কর্তারা। এদিন বাগানের দুই শীর্ষকর্তা ছাড়াও ছিলেন ফুটবল সচিব স্বপন ব্যানার্জি সহ বাকি ক্লাব কর্তারা। এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলাররা। তালিকায় ছিলেন প্রসুন ব্যানার্জি, আলোক মুখার্জি, বিশুজি ভট্টাচার্য এবং কৃষ্ণেন্দু রায়।

নাভার নজরে অভিষেক, অক্ষর

ডোপ টেস্টের মুখে দুই তারকা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ ভারতীয় ক্রিকেটে বড় খবর। জাতীয় দলের ওপেনার অভিষেক শর্মা এবং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকে নাভার রেজিস্টার্ড টেস্টিং পুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় নাম থাকলে খেলোয়াড়দের নিয়ম মেনে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তথ্য না দিলে বা তিন বা বার্ষ হলে তা ডোপিং বিধি লঙ্ঘন হিসেবে ধরা হয়। অভিযুক্ত ও অক্ষর জায়গা পেয়েছেন স্মৃতি মন্ডানা এবং শ্রেয়স অহিয়ারের পরিবর্তে। ফলে এখন তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। এই তালিকায় শুধু অভিষেক বা অক্ষর নয়, ভারতীয় দলের একাধিক তারকা ক্রিকেটারও রয়েছেন। টেস্ট ও একদিনের অধিনায়ক শুবমান গিল, যশস্কী জয়সওয়াল, হার্দিক পাডিয়া, ঋষভ পণ্ড, জশপ্রীত বুমরা, কে এল রাহুল, অর্শদীপ সিং এবং তিলক বর্মার মতো গুরুত্বপূর্ণ নাম রয়েছে এই তালিকায়। সব মিলিয়ে ক্রিকেট থেকে মোট ১৪ জন খেলোয়াড়কে রাখা হয়েছে,

যা বোঝাচ্ছে নাভা কতটা গুরুত্ব দিয়ে এই তালিকা তৈরি করেছে। শুধু পুরুষ ক্রিকেটার নন, ভারতীয় মহিলা দলের একাধিক তারকাও এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। গত বছর একদিনের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা, ওপেনার শেফালি বর্মা এবং পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরের নাম রয়েছে। ফলে পুরুষ ও মহিলা-দুই দল মিলিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটের একাধিক তারকার নাম রয়েছে এই তালিকায়। নাভা-র এই রেজিস্টার্ড টেস্টিং পুলে শুধু ক্রিকেট নন, দেশের বিভিন্ন খেলাধুলার বড় বড় নামও জায়গা পেয়েছে।

মোট ১৩৪ জন ক্রীড়াবিদকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে, যা গত বছরের ১১৮ জনের তুলনায় অনেক বেশি। অ্যাথলেটিক্সে অবিনাশ সাবলে, জ্যোতি ইয়ারাজি, তেজস্বিন শর্মারের মতো নাম রয়েছে। ব্যাডমিন্টনে পি ডি সিদ্ধু, লক্ষ্য সেন, গায়ত্রী গোপীচাঁদরা আছেন। বক্সিংয়ে নিকহাত জারিন, নিশান্ত দেব, জ্যাসমিন ল্যাঘোরিয়া এবং অলিম্পিক্স পদকজয়ী লডলিনা বরগোহাই-এর মতো তারকারাও তালিকায় রয়েছেন।



৭ শতাংশ ফ্যাট, ৫০ শতাংশ পেশি! যে ডায়েট মেনে চলার কারণে রোনাল্ডো এখনও যন্ত্রের মতো সচল

নিজস্ব প্রতিবেদন

সময়সীমার অনেকেই হয় কোটিং করছেন, নয়তো অবসরে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কিন্তু বাণপ্রস্থ যোগ্যের নাম নেই! ৪১ বছর বয়সে কাল নাসেরের হয়ে দু’পায়ে নাগাড়ে গোল করে চলেছেন- সৌদি প্রো লিগে চলতি মরসুমে ২১ বার বল জালে জড়িয়েছেন। এই সাফল্যের রহস্য কি শুধুই জন্মদত্ত প্রতিভা? কঠোর অনুশীলন? তুমুল ইচ্ছেশক্তি? নাকি শরীরকে বশে রাখার কৌশল? শেষোক্ত ফ্যাক্টর, যা প্রায়শই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে, রোনাল্ডোর পারফরম্যান্সের অন্যতম বুনিনাদ মেনে নিচ্ছেন অনেকেই। নয়তো এখনও কী করে একজন বুক টিকে জানাতে পারেন, এবার তো বটেই, সবকিছু ঠিক থাকলে চার বছর বাদেও বিশ্বকাপেও খেলতে পারেন তিনি! হিসেব বলছে, রোনাল্ডোর শরীরে ফ্যাট মাত্র ৭ শতাংশ, পেশি ৫০ শতাংশ। কীভাবে সম্ভব এই নিখুঁত দেহিক পরিমাপ অর্জন? বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এর উত্তর লুকিয়ে আছে তাঁর খাদ্যাভ্যাস, ঘুম ও শৃঙ্খলার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। রোনাল্ডো আরবের ময়দানে এসেছিলেন বুট পায়ে। সঙ্গে কঠোর পেশাদারিত্বের আধুনিকতম সংস্কৃতি। দলের পুষ্টিবিশেষজ্ঞ হোসে ব্রেসা জানিয়েছেন, রোনাল্ডোর উপস্থিতি পুরো লালকা কীভাবে ‘স্কুলে’ পরিণত করেছে। সংখ্যায় বলতে গেলে-রোনাল্ডো আসার পর আল নাসেরের খেলোয়াড়দের শরীরের গঠনে ৯০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে। ফ্যাট



টেবিলে থাকলে কেউই নাকি ডেজার্ট হাতে নেওয়ার সাহস করত না! রোনাল্ডো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত (মাপে ছোট) ছ’বার পেয়ে থাকেন- প্রতি তিন থেকে চার ঘণ্টা অন্তর। লক্ষ্য একটাই- শরীরে বিপাকক্রিয়া সচল রাখা এবং পেশি মেরামতের জন্য প্রতিনিয়ত পুষ্টি সরবরাহ। সকালে শুরু হয় হায়া, চিঙ্গ, কম ফ্যাটের দই, অ্যাভোকাডো টোস্ট ও ফলের রস। দুপুরে মুরগির স্যালাড ও টুনা-ডিম-জলপাই-টমেটোর মিশ্রণ। বিকালে শুকনো ফল বা তাজা

অ্যাভোকাডো। রাতের প্রথম খাবারে সামুদ্রিক মাছ-সি ব্যাস, সোর্ডফিশ বা কডা রাতের শেষ খাবারে স্টেক বা মুরগির মাংস, ভাত ও সবজি। মুরগিকে তিনি নিজেই বলেন ‘ম্যাজিক ফুড’- প্রোটিন বেশি, ফ্যাট কম। আর প্রিয় খাবার? পর্তুগালের ঐতিহ্যবাহী পদ ‘বাকাল্যাউ আ ব্রাজ’ লবণ দেওয়া কড মাছ, পেঁয়াজ, পাতলা আলুর টুকরো ও ডিমের বুরিভাজা। আইওডিন, ভিটামিন বি১২ ও উচ্চমানের প্রোটিনে ভরপুর। রোনাল্ডোর ‘নিষিদ্ধ তালিকা’ ছোট, কিন্তু কঠোর। খাবারের লিস্টিতে চিনি নেই, অ্যালকোহল নেই, ভাজাপোড়া নেই, কোলড্রিংক নেই। ২০২০ সালের ইউরো কাপের সাংবাদিক বৈঠকে কোকাকোলার বোতল সরিয়ে বসেছিলেন ‘আগুয়া’ (জল)। সেই ক্লিপ পুরো দুনিয়া দেখেছে। শুধু একটা ইশারায় কোকাকোলা কোম্পানির শোরাক কমে গিয়েছিল কয়েকশো কোটি ডলার! শুধু খাওয়াদাওয়া নয়-রোনাল্ডোর বিশ্রামের নিয়মও অদ্ভুত। রাতের একটানা আট ঘণ্টা ঘুম। না। পাঁচবার ধাপে ধাপে ৯০ মিনিটের ন্ত্রাই যন্ত্রে পড়িয়ে এই পদ্ধতিকে বলে ‘পলিমেজিক স্লিপ’। প্রতিদিন ভোর ৬টায় ঠান্ডা জলে স্নান। রাতের সাঁতরা। এর ফলে শরীর সারাক্ষণ পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। বিজ্ঞান বলছে, জিনের ভূমিকা থাকলেও মানবশরীর তৈরি মূলত শৃঙ্খলা দিয়ে- প্রতিটি খাবারে, প্রতিটি ঘুমে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে। রোনাল্ডোর নিখুঁত ফিটনেসের রহস্যও অতিলৌকিক কিছু নয় ব্রেক বিজ্ঞান মেনে চলার ফসল।

‘আইপিএলের বাতিল ক্রিকেটাররাই পিএসএলে খেলতে আসে!’

বোমা ফাটালেন খোদ পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা আহমেদ শাহজাদ



পিএসএল। আর এই বাস্তব পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, ততই

মঙ্গল! শাহজাদের মতে, সুযোগ পেলে বেশিরভাগ ক্রিকেটারই আইপিএলকেই বেছে নেবে। বলেন, “সভিটা মেনে নেওয়া উচিত। যাদের সামনে অপশন থাকে, তারা আইপিএলেই যেতে চাইবে।” এই মন্তব্যেই স্পষ্ট-সমস্যা শুধু অর্থ নয়, লিগের আকর্ষণ ও মান নিয়েও হোর সংশয় রয়েছে। অতিসম্প্রতি আইপিএলে যুক্ত হয়ে পিএসএল চুক্তি ভাঙায় জিম্বাবোয়ের জোরে বোলার ব্রেন্সিং মুজারাবানিকে দূ’বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে পিসিবি। এই সিদ্ধান্তকে আংশিক সমর্থন করেছেন শাহজাদ। তাঁর মতে, চুক্তি ভাঙলে শান্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু সেটাকে মূল ইস্যু বানানো ঠিক নয়। বরং, পিএসএলের কর্তব্য নিজেদের মান, দর্শক টানার ক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতার গুণগত মান বাড়ানো। সব মিলিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারের বার্তা একটাই-গলদ বাইরে নয়, ভেতরে। নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ আনা যায়। কিন্তু লিগকে বড় করতে হলে বাস্তব মেনে কাঠামো বদলানোই আসল চ্যালেঞ্জ।

চোট গুরুতর, আপাতত মাঠে নেই রোহিত!

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ দল ফর্মে নেই। তার উপর চোট-আঘাতের ধাক্কা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওপেনার রোহিত শর্মা পরের দুই ম্যাচে না-ও খেলতে পারেন-এমনই ইঙ্গিত দলীয় সূত্রে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেসাল্লুর বিরুদ্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঝপথে রিটায়ার্ড হাট হন। সেই চোটই এখন চিন্তার কারণ। সামনে পাঞ্জাব কিংস ও গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে লড়াই-দুই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর অনুপস্থিতি চাপে ফেলতে পারে হার্দিকদের। একটি অর্ধশতরান সনেত এবারের মরসুমে চার ম্যাচে ১৩৭ রান করেছেন রোহিত শর্মা। গড় ৪৫-এর বেশি, স্ট্রাইক রেট ১৬৫ ছুইছুই। অর্থাৎ, ছন্দে ছিলেন। কিন্তু বেসাল্লুর বিরুদ্ধে ইনিংসের মাঝপথেই চোট পেয়ে ময়দান ছাড়তে হয়। সেই খেলায় ১৮ রানে হারে মুম্বই। দলের টপ অর্ডারে স্থিরতা আনার ক্ষেত্রে রোহিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিলেন। যা আপাতত অনিশ্চিত। এখন দেখার, চোট কাটিয়ে কবে ফেরেন রোহিত। তার আগে দল-ই বা কতটা সামলে নিতে পারে।

আতলেতিকোর মাঠে জিতেও বার্সেলোনার বিদায়

প্রথম লেগের দুই গোলের ব্যবধান শুরুর আধা ঘণ্টার মধ্যেই ঘুচিয়ে দিল বার্সেলোনা। জাগাল ঘুরে দাঁড়ানোর দারুণ এক সম্ভাবনা। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্নটি উবে গেল একটু পরই। বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হলো না হাল্সি ফ্লিকের দলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠল আতলেতিকো মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৫ এপ্রিলঃ কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে বার্সেলোনা ২-১ গোলে জিতলেও, দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলের অগ্রগামিতায় পরের ধাপে জাগাল করে নিজেছে দিয়েগো সিমোনদের দল। মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে লামিনে ইয়ামাল ও ফেররান টরেসের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। দুই লেগ মিলিয়ে তখন সমতা। তবে প্রথমার্ধেই ব্যবধান কমিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে আতলেতিকোকে এগিয়ে নেন আন্দ্রেমোলা লুকমান। পরে আর কেউ জালের দেখা পায়নি। ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া লাল কার্ড দেখলে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময় মিলিয়ে শেষ ১৯ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় বার্সেলোনাকে। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ২-০ গোলে হারা ম্যাচে পাউ কুয়ার্সিঁস লাল কার্ডে প্রথমার্ধেই ১০ জনে পরিণত হয়েছিল কাতালান দলটি। ৯ বছরের মধ্যে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠল আতলেতিকো। ফিরতি লেগে বার্সেলোনা প্রায় ৭১ শতাংশ পজেশন রাখলেও, গোলের জন্য দুই দলই শট নেয় ১৫টি করে। লক্ষ্যে ছিল সফরকারীদের আটটি, ইয়ামালদের ৪৮ বলে। বার্সেলোনার শুরুটা হয় ইতিবাচক। প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত তারা। বক্সের বাইরে থেকে ইয়ামালের নিচু শট বাঁপিয়ে বার্ষ করে দেন গোলরক্ষক হুয়ান মুসো। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষায় থাকতে হয়নি বার্সেলোনাকে। চতুর্থ মিনিটে আতলেতিকোর ক্রেমাঁ লংলের থেকে আলগা বল পেয়ে তরুণ পাস দেন বক্সে। অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে



লুকমান। নবম মিনিটে অক্সের জন্য দ্বিতীয় গোল পাঠানি বার্সেলোনা। ইয়ামালদের ৪৮ বলে ছুটে গিয়ে এগিয়ে আসা গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে চিপ করতে ঢেয়েছিলেন দানি ওলমো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দেন মুসো। চাপ ধরে রেখে আক্রমণ করে যায় বার্সেলোনা। ২৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দুই লেগ মিলিয়ে সমতা টানে তারা। ওলমোর পাস বক্সে ঢুকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ পায়ের দারুণ শটে জালে পাঠান টরেস। পরের

মিনিটেই আরেকটি গোল হতে পারত। ডান দিক থেকে ইয়ামালের ক্রসে ফের্নান লোপেসের হেড কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন মুসো। ফলো খুঁতে অর্জেন্টাইন গোলরক্ষকের বুট আঘাত করে ফের্নানদের মুখে, রক্তাক্ত হয়ে

মাঠে চিকিৎসা নিতে হয় তাকে। খেলা বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ। ৩১তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় আতলেতিকো। ডান দিক থেকে মার্কোস ইয়োরোসের পাস বক্সে পেয়ে অনায়াসে জালে পাঠান অরক্ষিত লুকমান। ৪১তম মিনিটে ইয়োরোসের ধাক্কায় বক্সে ওলমো পড়ে গেলে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করে বার্সেলোনা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। ডিএআরও হস্তক্ষেপ করেনি। পরক্ষণে টরেসের শট

ঠেকিয়ে দেন মুসো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আতলেতিকোর বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি-কিক পায় বার্সেলোনা। তবে অনেক ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন টরেস। দ্বিতীয়ার্ধেও বেশিরভাগ সময় খেলা হতে থাকে আতলেতিকোর অর্থে। ৫৫তম মিনিটে কাছ থেকে টরেসের প্রচেষ্টা ফিরিয়ে দেন মুসো। পরক্ষণে বক্সে গাভির শট লংলে আটকে দেওয়ার পর, ভলিতে জালে পাঠান টরেস। তবে বার্সেলোনার উল্লাস থামিয়ে ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। ৬৫তম মিনিটে আতলেতিকোর বক্সে পায়ের দারুণ কারিকুরিতে কয়েক ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে পাস দেন ইয়ামাল, কিন্তু উড়িয়ে মারেন ওলমো। ৬৮তম মিনিটে টরেস ও লোপেজকে উড়িয়ে মার্কাস রাশফোর্ড ও রবার্ট লেভানডউক্ষির নামান বার্সেলোনা কোচ। ৭৪তম মিনিটে বিপদে পড়তে বসেছিল বার্সেলোনা। কাছ থেকে প্রতিক্ষকের প্রচেষ্টা পা দিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক গার্সিয়া। ৭৭তম মিনিটে আলেকজান্ডারের সরলপক্ষে পেছন থেকে টেনে ধরে শুরুতে হলুদ কার্ড দেখেন এরিক গার্সিয়া। পরে মনিটরে রিপ্লে দেখে বার্সেলোনা ডিফেন্ডারকে সবারির লাল কার্ড দেন রেফারি। আট মিনিট যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে লেভানডউক্ষির হেড ঠেকান মুসো। সপ্তম মিনিটে দারুণ সুযোগ পান রোনাল্দো আরাউজে, কিন্তু দূরের পোস্টে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি বার্সেলোনা ডিফেন্ডার। একটু পরই বাজে শেষ বাঁশি, উল্লাসে মাতে আতলেতিকো শিবির, তখন হতাশায় নিমজ্জিত বার্সেলোনা।